দি

টু জেন্টেলমেন অফ্ ভেরোনা

শেকস্‌পীয়র অবলম্বনে—

অশোক গুহ

বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৫।১এ, কলেজ রো, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮

প্রচ্ছদ—শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
শ্রীরতিকান্ত ঘোষ
১৭।১ বিন্দু পালিত লেন
কলিকাতা—৬

ভূমিকা

নাটকখানি মহাকবির প্রথম দিকের রচনা। কোন কোন সমালোচকের মতে এটি অভিনেতৃবর্গের তৈরি ফরমায়েসী নাটক। আর সেই নাটকে কাঁচা হাতের ছাপও যথেষ্ট। কিন্তু এর বিরুদ্ধবাদী দল তো থাকবেনই। তাঁরা বলেন, এটি নাটকরূপে রোমান্টিসিজমের একটি নিবন্ধ, যদিও আনাড়িত্ব এতে আছে; আর সেই আনাড়িত্বের সঙ্গে অযৌক্তিকতারও মিশ্রণ হয়েছে। নাটকের সঙ্গে তা চারিয়ে পড়ে তার সঙ্গতিও মাঝে মাঝে নষ্ট করেছে।

এই সমালোচক-মুনিদের মতামতে নিশ্চয়ই চিন্তার হাড় আছে, কিন্তু সেইটেই এ-নাটকের সার বস্তু নয়। এতে যে হাড়-মাসের আমদানি, সেটা কবির মহান প্রতিভারই দান। এর কাহিনীর ঠাস-বুনোটে যে কারিকরিটুকু আছে, তা সে যুগের দর্শকের রোমান্টিক মনে আবেদন জানবার পক্ষে যেমন যথেষ্ট ছিল, তেমনি এ-কালের দর্শকও তার আবেদনটুকু অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। এমন কি, পরিশীলিত বিদগ্ধজন পর্যন্ত না। যদিও, তাঁদের রসিক মনে লম্ফ আর স্পীডের ভাঁড়ামির বাড়াবাড়ি একটু বা পীড়া দিতে পারে। কিন্তু সে-স্থূলতা জন-মনোরঞ্জনে অবশ্যম্ভাবী।

সমালোচকদের ধূম্রজালের কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে এসে আমরা নাটকখানিকে নিজেদের আবেদনের দিক দিয়ে বিচার করতে পারি।

এতে নানা আবেদন আছে, আছে য়্যাডভেঞ্চারের আমেজ। সে-আমেজ রবীনহুড আখ্যানেরই পর্যায়ে পড়ে। মান্তুয়ার অরণ্য আর শেরউড অরণ্যে তো তফাত নেই। তাছাড়া এই আখ্যান সাজাতে দড়ির সিঁড়ি থেকে শুরু করে অনেক টুকিটাকিই তিনি ভরে দিয়েছেন। সে-টুকিটাকি আমাদের মন ভোলায়, আবার তাতে যে ঘটনার আকস্মিকতার সৃষ্টি করে, তাও কম ধাক্কা দেয় না।

পরিশেষে বক্তব্য, প্রেমে এবং যুদ্ধে অথবা প্রেমযুদ্ধে যে সততা নেই, শঠতাই যে সেখানে একমাত্র কৌশল—সেকথা মহাকবি ভাল করেই সমঝিয়ে দিয়েছেন। হয়তো, বন্ধুত্বে তখনো আজকের মতো ঘুন ধরেনি, তাই একটু

অপ্রতিভতা অনুভব করেছেন। কিন্তু তবু সত্যকে সত্য রূপ দিতে দ্বিধা করেন নি। অতীত যুগের আখ্যানকারেরা মিত্রলাভ ও মিত্রভেদের কথা অহরহ বলেছেন। তিনি সেই কথারই পুনরুক্তি করেছেন মাত্র। কিন্তু তাঁর প্রতিভার জাদুতে সেকথা মামুলি আখ্যানের ফাঁক দিয়ে বাস্তব সত্যে পরিণত হতে বাধা পায় নি।

'দি টু জেণ্টলমেন অফ ভেরোনা' তাঁর বহু বিখ্যাত রোমাণ্টিক কমেডীগুলির প্রথম ধাপ। প্রথম সোপান। এই ধাপ থেকেই তিনি ধাপে ধাপে উঠেছিলেন উত্তুঙ্গে। সেই শিখরে যাবার এটি প্রথম নিশানা। সেই কথা আমরা মনে রাখব, আবার মহাকবির প্রথম উন্মেষিত প্রতিভায়ও আমরা চমৎকৃত হব।

—অশোক গুহ

পাত্র-পাত্রীগণ

মিলানের ডিউক—সিলভিয়ার পিতা

ভ্যালেণ্টাইন }
প্রটিউস } —দুজন ভেরোনাবাসী সম্ভ্রান্ত যুবক।

আন্তনিয়ো—প্রটিউসের পিতা

থুরিয়ো—সিলভিয়ার প্রেমিক, ভ্যালেণ্টাইনের প্রতিদ্বন্দ্বী

এ্যাগলামোর—সিলভিয়ার পলায়নে সাহায্যকারী সভাসদ

গৃহকর্তা—জুলিয়া যেখানে ছদ্মবেশে অবস্থান করছিল, সেই গৃহের কর্তা

ফেরারীগণ—ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে মান্তুয়ার অরণ্যে সঙ্গী

স্পীড—ভ্যালণ্টাইনের রঙ্গপ্রিয় ভৃত্য

লন্স—প্রটিউসের রঙ্গপ্রিয় ভৃত্য

প্যানথিনো—আন্তনিয়োর ভৃত্য

জুলিয়া (সেবাস্তিয়ান)—প্রটিউসের প্রেমিকা

সিলভিয়া—ভ্যালেণ্টাইনের প্রেমিকা

লুক্রেশিয়া—জুলিয়ার অনুচরী

ভৃত্যগণ, গায়ক, বাদকগণ

সংযোগস্থল—ভেরোনা, মিলান, মান্তুয়ার সীমান্তের অরণ্য

সূচনা

নানা জনে নানা কথা বলে।

নানা মুনীর নানা মত।

কেউ বলে থিয়েটারের গেটে এসে থামত ঘোড়ার সার। ঘোড়সওয়ার লাট-বেলাটরা নেমে পড়তেন। আর সেই ঘোড়ার লাগাম এসে ধরত একটি যুবক। তাদের জল খাওয়াতে নিয়ে যেত চেহিকানা চৌবাচ্চায়। তাদের তদারক করত। তারপর থিয়েটার ভাঙলে যার ঘোড়া তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বুঝিবা সেলাম ঠুকত! কেউ বা বকশিস দিতেন, কেউবা শুধু পিঠ চাপড়াতেন; কেউ বা মুখ ফুটে দুটো ধন্যবাদ দিতেন, কেউ বা তাও দিতেন না। এমনি করেই চলত দিন, যুবকের দিন।

যুবক আশায় দিন গুণত। আজ আছে থিয়েটারের ফটকে, ঘোড়ার লাগাম ধরে, কাল যাবে থিয়েটারের ভিতরে। গিয়ে গ্যালারীতে শ্রোতা হয়ে বসবে না! একেবারে সোজা চলে যাবে গ্রীণরুমে। যেখানে ভোজবাজি চলে, যেখানে পুরুষ সাজে নারী, নারী পুরুষ সাজে দৈত্য-দানব-রাক্ষস, রাজা, প্রজা। সেও সেখানে তার ঠাঁই করে নেবে। সে হবে নট।

একদিন হলও তাই, থিয়েটারের ভিতরে ঢোকার অধিকার সে পেয়ে গেল। এরই মধ্যে ঘোড়া ধরতে-ধরতে সে কিছু লিখেও ফেলেছে। সে নিজের গাঁয়ের ইস্কুলের পড়ুয়া, ভাল হোক আর না-হোক সে অনেক বই পড়ে ফেলেছিল। আবার কবিতাও লিখত। সেই কবিতার স্বাদ বুঝে বন্ধু-বান্ধবকে বিতরণ করত। কে না করে, কোন্ কবি না করেন।

সেই স্বাদ পেয়ে জুটে গেল ভক্তের দল। মধু পেলে সে-মৌচাক ঘিরে গুঞ্জন করবার, মধু চাখবার মধুপ তো জুটবেই। আর হয়তো কর্তৃপক্ষের কানে কথাটা উঠল। তাঁরা নাট্যশালা খুলেছেন বটে। রাণী এলিজাবেথের অনুগ্রহও পেয়েছেন, কিন্তু নাটকের বড়ই অভাব। এখনকার নাটকের দৈন্য—এক নাটককে পাঁচশো রাত্রি অভিনয় করিয়ে ঘোচানো যায়। কিন্তু তখন তো তা চলত না। একটি নাটক যতই সফল হোক, কয়েক রাত্রি ছাড়া তার পরমায়ু ছিল না। সে নাটককে বাতিল করে দিতেই হোত, অন্য নাটক এনে উপহার দিতে হোত দর্শকদের। কিন্তু নাটকের ফলন তো তেমন ফলে না। তাই রঙ্গশালার মালিকরা পুরানো নাটক ঘষা-মাজা, কাটা-ছেঁড়ার জন্য একদল লোক পুষতেন। তাঁরা এই কাজই করতেন। এই কাজেই একদিন ভিড়ে গেল আমাদের যুবকটি। কি করে ভিড়ল কেউ জানে না, অন্তত যোগাযোগ কি করে ঘটল কেউ জানে না। তাঁর জীবনীকারেরাও এ-বিষয়ে অজ্ঞ। তাই আমরাও অজ্ঞ হয়েই আছি।

তার কাজই ছিল এ-নাটক সে-নাটক কাটাই-ছেঁড়াই—নতুন করে লেখা। রবার্ট গ্রীন নামে এক নাটক-লিখিয়ে তখন হামেসাই থিয়েটারে যান, আসেন। তিনি দুটো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশকরা পরম পণ্ডিত। ঝুড়ি ঝুড়ি নাটকও লিখেছেন। তাঁর নাটকই একদিন দেখতে দেওয়া হল যুবককে। যুবক কাটলে, কুটলে। গ্রীন সাহেব তো মহা খাপ্পা। সেই থেকে যুবক তাঁর বিষ-নজরে পড়ে গেল। স্ট্রাট-ফোর্ডের মূর্খ বলে তার নামকরণ হল। সে যে গাঁইয়া, সহুরে নয়, এইটেই বলে বেড়াতে লাগলেন গ্রীন সাহেব।

যাহোক, গাঁইয়া যুবক হাত-মক্স করতে লাগলো। এ তার মনের মত কাজ। নাটকের গঠন কি রকম হবে, সে তা বুঝে নিলে, থিয়েটারের রীতি অনুসারে সেটিকে কি রূপ দিতে হবে, কটা অঙ্কে, কটা গর্ভাঙ্কে ভাগ করতে হবে, সে সবই তার জানা হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাষার একটা নিজস্ব ভঙ্গীও গড়ে উঠল। তারপরে নিজেই

নাটক লেখা শুরু করে দিলে। আর সে নাটক অভিনয়ও হতে লাগল, আবার নাম-যশও পেল। এবার সত্যিই নাম হল, যুবক আর তখন গাঁইয়া কবিয়াল নয়। শহুরে কবি। উইলিয়ম সেক্সপীয়র।

সেক্সপীয়র লণ্ডনে কবে এসেছিলেন, কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। কেউ কেউ অনুমান করেন, তিনি লণ্ডনে এসে পৌঁছান ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে। যদি তাই-ই হয়, তাহলে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে—মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তিনি রঙ্গমঞ্চে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেন। তাঁর জনপ্রিয়তা তখন দিকে দিকে ঘোষিত। তিনি লর্ড চেম্বারলেনের দলে যোগ দিয়েছেন; সেখানে নগণ্য নট হলেও সেরা নাট্যকার। এই কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি খানকয়েক কমেডী, ট্রাজেডী আর ঐতিহাসিক নাটক লিখে ফেলেছেন। কমেডীতে তো হাস্য-রসের বান ডেকে গেছে।

প্রথমে অভিনীত হয় তাঁর 'কমেডী অফ্ এরর্স'; সেখানে ভুলের মাশুল কি রকম দিতে হয়, তা নানা রঙ্গে প্রকাশ করেছেন, আবার দ্বিতীয় নাটকে 'দজ্জাল মেয়েকে দাবানোর ইতিহাস'ও কম আনন্দ দেয় নি। তৃতীয় নাম—'ভেরোনার দুই ভদ্রলোকের কাহিনী'। এ কাহিনীও মনোরম।

এই কাহিনীই আমাদের এবারকার আলোচ্য বিষয়।

এই নাটকখানি সেক্সপীয়রের গ্রন্থাবলীতে বেরোয় ১৬২৩ সালে, এটি তার দ্বিতীয় বই। এটি পঞ্চম অঙ্কে বিভক্ত, গর্ভাঙ্কও বহু। আবার সেগুলি কোনটা বা বড়, কোনটা বা ছোট। এখানে রঙ্গমঞ্চের নির্দেশ খুবই কম। শুধু দু-একটা প্রস্থানের নির্দেশ আছে। বইয়ে বানানও ঠিক নেই। প্রটিউসকে প্রথিউস্ করা হয়েছে। আবার সংযোগ-স্থলের ব্যাপারেও বহু গোলমাল আছে। এগুলি নাট্যকারের নিজের দোষ, না যাঁরা পুঁথিটিকে ছেপে বের করেন তাঁদের দোষ—বলা যায় না। যাহোক,—কেউ কেউ বলেন, এটি নাট্যকারের নিজের দোষ। তিনি প্রধান ঘটনা মিলানের সম্রাটের দরবারে আবদ্ধ রাখতে

চেয়েছিলেন, তারপরে সেটিকে বদলে ভেরোনার ডিউকের দরবারে নিয়ে যান। আর সেকথা দর্শক এবং পাঠককে বলতে ভুলে যান; তাছাড়া কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতিও আছে।

নাটকের কাহিনীটি কিন্তু চমৎকার। এটি দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই সৃষ্টি, তবে এর মাল-মসলা নানা জায়গা থেকে ধার করা। কেউ বলে প্রটিউস-জুলিয়ার প্রেমের উপাখ্যানটি স্পেনের এক লেখকের কাছ থেকে ধার করেন; আবার ভ্যালেণ্টাইন-সিলভিয়ার কাহিনী তো বোকাচ্চিয়োর ডেকামেরন থেকে ধার করেছেন তা স্পষ্ট বোঝা যায়। দড়ির সিঁড়ির ব্যাপারে তিনি ব্রূক বলে লেখকের 'রোমিও জুলিয়েৎ'-এর কাছে ঋণী। তাছাড়া নাকি একখানা জার্মাণ নাটকের ছায়াও কোথাও-কোথাও পড়েছে।

কিন্তু ছায়া যতই পড়ুক, কায়াকে সে পূর্ণতা দিয়েছে মাত্র। মহাকবি তাঁর লেখনীর যাদুতে সেই ছায়াগুলি নিয়ে নিজের যাদুর ময়ান দিয়ে যে জিনিস তৈরী করেছেন, তা সর্বকালের, সর্বযুগের হয়ে আছে। এখানে মহাকবি দুটি উপাখ্যানকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন, আর তাদের ধারায় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে চরিত্র গড়তে চেয়েছেন। সফলও হয়েছেন, আবার অসামান্য বিফলতাও দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাই বলে এ-নাটককেও তো বাদ দেওয়া চলে না। এ-নাটক তাঁর বিখ্যাত কমেডীগুলির প্রথম সোপান, প্রথম ধাপ, প্রাথমিক ভিত্তি। এই ভিত্তির উপরেই পরবর্তী যুগের কমেডীগুলির সৃষ্টি হয়েছে। তাই এগুলি ফেলনা নয়। সাহিত্যের ছাত্রের কাছে তো নয়ই, আবার দর্শক বা পাঠকের কাছেও নয়। সেখানে তাঁরা দেখতে পাবেন বৈচিত্র্য।

তাই এই কমেডীখানি মহাকবিকে চিনতে সাহায্য করবে, তাঁর প্রতিভার নিশানা-পাথর হয়ে থাকবে। ভেরোনার দুই ভদ্রলোকের কাহিনী সেদিক থেকে যেমন তাঁর প্রতিভার দলিল, তেমনি তাঁর মনোরম কাহিনীও আমাদের মনে অনাবিল আনন্দের তরঙ্গ তুলবে,

দোলা দেবে। তাই আমরা এই নাটকখানিকে কাঁচা হাতের প্রাথমিক প্রচেষ্টা বলে বাতিল করে দেব না। আমরা মনে রাখব, বাতিল করে দিলে, আমরা অনেকখানি হারাব। যেমন,—হ্যামলেট, ওথেলো, লীয়ার না পাঠ করলে মহাকবিকে চেনা যায় না, তেমনি এখানা পাঠ না করলেও সে-চেনা অসম্পূর্ণ থাকবে।

প্রথম অঙ্ক

॥ এক ॥

সংযোগস্থল ভেরোনা নগরী।

এ-নগরী আজ ইতালীর একটি ছোট শহর। ভগ্ন প্রাসাদ আর সংকীর্ণ গলি-ঘুঁজি আজ তার অতীত নগরীর মহিমার সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তাও বিগত মহাযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ ভেরোনা শুধু ইতালীর মানচিত্রে একটি শহর-মাত্র। কিন্তু অতীত যুগের ভেরোনা তো তা ছিল না। সেই ভেরোনাই আমাদের পটভূমি।

একটি প্রকাশ্য স্থান দেখা গেল। সেটি বাজার হতে পারে। তখনকার দিনে বাজারেই সবাই মিলত। সেখানে বেচা-কেনা যেমন হত, আবার মানুষের আলাপের জায়গাও ছিল। সেখান থেকেই খবর ছড়িয়ে পড়ত, ছড়িয়ে পড়ত গুজব। আবার নানা সমস্যার সমাধান করতেও মানুষ সেখানে যেত। আবার গুজবে, হুজুগে আর আলাপচারী মানুষেরও সেখানে কমতি ছিল না।

এই প্রকাশ্য স্থানে দেখা গেল ভ্যালেন্টাইন আর প্রটিউসকে। দুইজনেই ভেরোনার দুই ভদ্রলোক, ভদ্রযুবক। দুজনেই বন্ধু, একজন প্রণয়ে মশগুল; আর একজন নয়।

ভ্যালেন্টাইন বললেন, প্রটিউস, প্রিয় বন্ধু, বৃথা অনুরোধ ছাড়। যারা ঘর-কুণো মানুষ তাদের বুদ্ধিও ঘর-কুণো। তুমিও ঠিক তেমনি। তুমি প্রেমের শিকলে বদ্ধ, তুমি প্রিয়তমার চোখের মধুর দৃষ্টিতে বিভোর, তা যদি না হতে তোমাকে আমার সঙ্গী হতে বলতাম। বলতাম, বিদেশে চল, দুনিয়ার আজব জিনিস দেখ, এখানে এই গৃহ-কোণে অলস হয়ে বসে থেকো না, নিজের যৌবন নষ্ট কোরো না।

কিন্তু তুমি তো ভালবাসায় মত্ত, তুমি তাই থাকো, আমিও তোমার মতো হলে তাই হতাম।

প্রটিউস বললেন, তুমি চলে যাবে বন্ধু? যদি যাবেই, যাও। বিদায় বন্ধু! যখনি কোন আশ্চর্য জিনিস দেখবে, বন্ধু প্রটিউসের কথা স্মরণ করো, বন্ধুর স্মৃতিটুকু জাগিয়ে রেখো। যখন সুখ পাবে, তখন আমাকে তোমার সুখের ভাগী করো, আবার যদি বিষাদ আসে, তখন জেনো—তোমার জন্যে আমি প্রার্থনা করছি। আমি তো তোমার সঙ্গেই রইলাম ভ্যালেন্টাইন।

প্রণয়ের পুথি নিয়ে আমার কুশল কামনা করবে? ভ্যালেন্টাইন রহস্য করে বললেন। তখন কি আর আমার কথা মনে থাকবে?

প্রটিউস উত্তর দিলেন, আমি প্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে মনে রাখবো।

সে তো হবে আনাড়ি প্রেমের কাঁচা গল্প। সেই যে লিয়ান্দার প্রেমের তোড়ে হেলাসপণ্ট সাগর পার হয়ে গিয়েছিল।

সে তো গভীর প্রেমের গভীর গল্প। প্রটিউস বললেন, লিয়ান্দার তো আগা-পাস্তালা প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিল।

ভ্যালেন্টাইন বললেন, আগা-পাস্তালা নয় বন্ধু। তুমি আগাগোড়া হাবুডুবু খাচ্ছ, ডুবেছ!

না, না, আমাকে ওকথা বলনা!

ভ্যালেন্টাইন বললেন, প্রেমে পড়েছ। তুমি গুঙিয়ে উঠছ, আর পাচ্ছ বিদ্রূপ, প্রিয়ার সলজ্জ দৃষ্টির বিনিময়ে দীর্ঘশ্বাস লাভ করছ—মুহূর্তের পুলক মুহূর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। পেলে আনন্দ নেই, না পেলে তো যন্ত্রণা। প্রেম ত তাই বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

প্রটিউস বললেন তাহলে তুমি আমাকে নির্বোধ বলছ!

তোমার হাবে-ভাবেই তো তা প্রকাশ পাচ্ছে।

তুমি প্রেমকে বিদ্রূপ করছ, আমি তো প্রেম নই।

প্রেম তুমি নিজে নও, প্রেম তোমার প্রভু, তোমাকে সে দাবিয়ে

রেখেছে। এমন নির্বোধ প্রভুর যে দাস তাকে কি জ্ঞানী বলব। ভ্যালেণ্টাইন হাসলেন

প্রটিউস বললেন, কিন্তু লেখকেরা বলেন, মধুর কুঁড়ি ফোটার আগেই পোকা এসে নষ্ট করে দেয়, তেমনি প্রেমও কুরে কুরে খায় জ্ঞানীর জ্ঞান।

ভ্যালেণ্টাইন অমনি উত্তর দিলেন, হাঁ, পোকা যেমন কুঁড়ি কুরে কুরে খায়, তেমনি ভালবাসার জ্ঞানও মূর্খতায় পরিণত হয়। তোমাকে পরামর্শ দিয়ে আমার ফায়দা কি? তুমি তো কামনার দাস। তাই আবার বলি, বিদায় বন্ধু। আমার বাবা প্রতীক্ষা করছেন। আমাকে তিনি জাহাজে তুলে দেবেন। এস—এবার বিদায় নিই। মিলানে চলেছি, সেখানে যেন চিঠিতে তোমার প্রেমের সাফল্যের কথা আর-আর সব খবরও জানতে পাই।

প্রার্থনা করি, মিলানে যেন তুমি কুশলে থাক।

তোমারও কুশল কামনা করি। এখন বিদায়!

চলে গেলেন ভ্যালেণ্টাইন।

প্রটিউস আপন মনে বললেন, ও চায় অর্থ, চায় সম্মান—আর আমি চাই প্রেম। ও বন্ধুদের ছেড়ে চলেছে আরো লাভের আশায়, আর আমি বন্ধুদের ছেড়েছি, সব ছেড়েছি প্রেমের জন্য। জুলিয়া, প্রিয়তমা, তুমি আমাকে বদলে দিয়েছ। আমার পড়াশুনো চুকে গেছে, আমার সময় নষ্ট হচ্ছে।

ভ্যালেণ্টাইনের ভৃত্য স্পীড এসে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঢুকল। সে ভাঁড়ামিতে পটু।

সে বলল, প্রটিউস-মশায় মোদের কর্তাকে দেখেছেন?

এই তো এইমাত্র চলে গেলেন। মিলানে যাবার জন্য জাহাজে উঠবেন। প্রটিউস উত্তর দিলেন।

তাহলে জাহাজেই গিয়ে তিনি উঠেছেন, আর আমি তাঁকে হারালাম! আমি ভেড়া বনলাম।

তা ভেড়ার পালক না থাকলে ভেড়া তো এদিক ওদিক যাবেই।

তার মানে বলতে চান, আমার মনিবটি ভেড়া পালেন, আর আমি সেই ভেড়া?

হাঁ, তাই।

এবার প্রটিউস আর স্পীডে রঙ্গরস শুরু হল।

স্পীড বললে, কিন্তু ভেড়ার পালকই ভেড়া খুঁজে বেড়ায়, ভেড়া তো ভেড়ার পালককে খোঁজে না। কিন্তু আমি আমার মনিবকে খুঁজছি, আর তিনি আমাকে খুঁজছেন না। তাহলে আমি ভেড়া নই।

প্রটিউস বললেন, ভেড়া তার খাবারের জন্য, ঘাস পাতার জন্যে ভেড়ার পালককে খোঁজে, কিন্তু ভেড়ার পালক তো তা খোঁজে না। তুমি মাইনের জন্য তোমার মনিবকে খোঁজ, মনিব তো মাইনের জন্য তোমাকে খোঁজেন না। তাই প্রমাণ হল, তুমি একটি ভেড়া।

স্পীড বললে, আরে বাবা, এমনি আর একটি প্রমাণ হলেই আমি ভ্যাঁ করে ডেকে উঠব।

প্রটিউস এবার কাজের কথায় এলেন, বললেন, তুমি কি জুলিয়াকে আমার চিঠি দিয়েছ?

হাঁ গো কর্তা, দিয়েছি।

কি বললেন তিনি?

স্পীড মাথা নাড়লে।

মাথা নাড়ছ কেন?

আমি নাড়ছিনা, তিনি নাড়লেন, উনি তা ছাড়া কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না।

প্রটিউস বললেন, বা তোমার তো দেখছি খুব বুদ্ধি!

কিন্তু সে বুদ্ধিতে আপনার থলের ফাঁস তো খোলা যাচ্ছে না। স্পীড বললে।

জলদি বল তো, তিনি কি বললেন?

স্পীড বললে, আপনার থলের ফাঁস খুলুন, তাহলে মোহর আর মধুর খবর দুই-ই ঝরে পড়বে।

বেশ, এই বকশিস নাও—এখন বল, তিনি কি বললেন?

স্পীড বললে, তাহলে বলি শুনুন, আমার মনে হয়, আপনি তাঁকে জিনে নিতে পারবেন না।

কেন, ওর কাছ থেকে বুঝি হাবেভাবে কথা আদায় করে নিতে পারনি?

স্পীড বললে, কিছুই আদায় করতে পারিনি, কিছুই বুঝতে পারিনি। আপনার চিঠি দিয়ে একটা পয়সাও মেলেনি, আপনার মনের খবর যে নিয়ে এল, তার উপরে তিনি যখন এত কঠোর, তখন আপনি নিজের মনে জানালে আরো কঠোর হবেন। ওঁকে কোন পীরিতের উপহার দেবেন না, শুধু পাথর দেবেন, উনি তো ইস্পাতের মতোই কঠিন।

প্রটিউস হতাশ হয়ে বললেন, উনি কি বললেন। কিছুই না?

না, কিছুনা। এমন কি, 'তোমার এত কষ্ট হয়েছে, এই কিছু নাও'—সে কথাও না। যাহোক মশায়, এখন থেকে আপনার চিঠি আপনি বয়ে নিয়ে যাবেন।

প্রটিউস বললেন, বেশ, এবার তোমার মনিবের কাছে যাও। তুমি থাকলে তাঁর জাহাজ জলে ডোবারও ভরসা নেই। তুমি যা শুকনো, তেমনি শুকনো খটখটে পাড়েই জাহাজডুবি হতে হবে।

স্পীড ছুটে চলে গেল।

প্রটিউস আপন মনে বললেন, এর চেয়ে ভাল দূত পাঠাতে হবে। এমন অপদার্থের হাত থেকে চিঠি পেয়ে উনি হয়তো চিঠির মূল্য দিতে চাননি।

তিনি ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

॥ দুই ॥

ভেরোনা। জুলিয়ার গৃহের সংলগ্ন উদ্যান। জুলিয়া আর তাঁর সখী লুসেটা বেড়াচ্ছেন।

জুলিয়া বললেন, লুসেটা, এখন তো আমরা একা। বল্‌তো, সত্যি কি আমি প্রেমে পড়ব? তোর কি পরামর্শ?

লুসেটা উত্তর দিলে, ওগো, তুমি না দেখে শুনে প্রেমসাগরে ঝাঁপ দিয়োনা।

আচ্ছা এই যে, ভদ্রলোকের দল আসে, এদের মধ্যে কে ভালবাসার সবচেয়ে যোগ্য পাত্র বল্‌তো?

তুমি নাম বল, লুসেটা বললে, আমি আমার বুদ্ধিমতো উত্তর দেব।

স্যার এগলামোর মানুষটি কেমন?

"ভাল-ভাল কথা কন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু আমি হলে অমন বর পছন্দ করতাম না।"

জুলিয়া আবার বললেন, মার্কেসিও বড় মানুষ, ওঁকে কেমন লাগে?

ওঁর টাকাকড়ি ভাল, কিন্তু উনি মানুষটি সুবিধের নন।

প্রটিউস-টি কেমন?

হা ঈশ্বর! কি নির্বোধ আমরা।

সে কি কথা, তুই যে ওঁর নাম শুনে একেবারে আবেগে উথলে উঠলি?

লুসেটা বললে, আমাকে মাপ কর গো ঠাকরুণ, আমি যদি অমন সুন্দর পুরুষকে মন্দ বলে থাকি।

বাঃ রে, সবাইকে বললি, আর ওঁকে কেন বাদ দিবি?

তার মানে, উনি সকলের সেরা।

সেরা কিসে হলেন—বুঝিয়ে বল্।

লুসেটা বললে, আমার মত মেয়েদের বুঝ ছাড়া অন্য বুঝ নেই। আমার ওঁকে সেরা মনে হয়, তাই উনি সেরা।

জুলিয়া শুধালেন, তাহলে তুই চাস—আমি ওঁর উপরে আমার ভালবাসা ছুঁড়ে দিই।

যদি ছুঁড়ে ফেলে দিতে না চাও তো ছুঁড়ে দাও।

কিন্তু আর সবারই মতো, উনি তো আমার মন টানেন না।

কিন্তু উনি তো আর সবার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসেন।

উনি কথা বলেন কম, তাতে মনে হয় ওঁর ভালবাসাও কম।

যে আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে, সে-আগুন পোড়ায় ভাল।

যারা ভালবাসা দেখায় না, তারা ভালবাসে না।

যারা ভালবাসা দেখায়, তারা ভালবাসে কম।

আহা, ওঁর মন যদি জানতে পেতাম।

এই চিঠি পড়।

জুলিয়া চিঠির উপরটা দেখে বললেন, দেখছি, 'জুলিয়াকে' লেখা। কার চিঠি ?

লুসেটা বললে, ভিতরের বয়ানই জানিয়ে দেবে।

কে দিলে তোকে এই চিঠি ?

ভ্যালেণ্টাইনের চাকর। বোধ হয়, প্রটিউস পাঠিয়েছেন। তোমাকেই দিতে, আমি তোমার বকলমে রেখেছি, আমার অপরাধ ক্ষমা কর।

জুলিয়া বললেন, এ-চিঠি নিস্ না! ফিরিয়ে দে! আর তা যদি না পারিস, আর কখনো আমাকে মুখ দেখাসনে।

লুসেটা অবাক হয়ে বললে, ভালবাসার জন্য ওকালতি করতে গিয়ে ঘৃণার চেয়ে বেশি ফীস্ দিতে হল।

তুই যাবি কিনা বল্!

আমি যাই, আর তুমি বসে বসে জাবর কাট। আচ্ছা গো, তাই কর।

লুসেটা চলে গেল।

জুলিয়া বলে উঠলেন, চিঠিখানা না ফিরিয়ে দিয়ে দেখলেই হোত ওকে আবার ডাকতে লজ্জা করছে। লুসেটা কি নির্বোধ! সে জানেনা। কুমারীরা 'না' তো বলবেই, আর তার মানে তো হাঁ। ছিঃ ছিঃ! পিরীতি কি বিষম! সে শিশুর মতো দাইকে আচড়াবে, তারপরে শাস্তি পেলে তখন চুমু খেতে দেবে। দেখ দিখি, কেমন গাঁইয়ার মতো লুসেটার সঙ্গে ব্যবহার করলাম! এখন ওকে ডাকতে হবে, আমার মুর্খতার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। ওলো লুসেটা, ওলো, কোথা গেলি!

লুসেটা কাছেই ছিল, সে ডাক শুনেই ছুটে এল।

কি হুকুম ঠাকরুণ।

এখন কি খাবার সময়?

হলেই তো ভাল হোত, তাহলে নিজের চাকরাণীর উপর রাগ না ঝেড়ে, খাবারের উপর ঝাল ঝাড়তে!

ও কি—অমন ঝুকে পড়লি কেন?

ও কিছু না! একখানা কাগজ কুড়িয়ে নিচ্ছি, হাত থেকে পড়ে গিছল।

ও কাগজখানা কি কিছু নয়?

আমার কিছু নয়!

যাদের কিছু, তাদের জন্য ফেলে রেখে দে।

না, ঠাকরুণ, তা হবে না, পড়ে থাকলে অনেক গলদ হবে, অনেকে মিছে মিছি এর নানা অর্থ করবে।

তাহলে বুঝি তোর কোন ভালবাসার মানুষ কবিতায় চিঠি লিখেছে?

হাঁ, তা ঠাকরুণ, আমি সুর পেলে গাইতে পারি। দেখুন তো, সুর দিতে পারেন কিনা।

তাহলে হাল্‌কা সুরে গা।

হালকা সুর তো এখানে চলবে না।

তাহলে এরা বোঝা আছে, ধুয়েও আছে।

আপনি গাইলে সুরেলা হবে।

তুই কেন গাইবি নে ?

এত উঁচুতে আমি উঠতে পারবনা।

দেখি তোর গানটা ?

তাহলে আপনিই গাইবেন, কিন্তু বড় চড়া গলার গান।

দেখ, তুই দিক্ করিস নি। জুলিয়া রেগে উঠলেন।

তবু লুসেটার রঙ্গ যায়না। সে বললে, আপনি তান ধরেছেন সাদা-মাঠা, আর খাদে নামাতে গিয়ে সব তানলয় হারিয়ে ফেলেছেন।

তোর আনাড়ি চড়া গলায় বুঝি ভাল মানাবে।

আমি তো প্রটিউস মশায়ের জন্য অমনি চড়া সুর ধরেছি।

তাহলে ঐ গোলমাল আমাকে আর কান ঝালাপালা করতে পারবেনা।

এই বলে জুলিয়া চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপরে বললেন, যা, পালা, কাগজ ওখানে পড়ে থাকুক। ওতে হাত দিলেও আমি চটে যাব কিন্তু।

লুসেটা আপন মনে বললে, অমন অদ্ভুত কাণ্ড করলে বটে ঠাকরুণ কিন্তু আর একখানা চিঠি পেলে খুশি হবে, আবার রাগও করবে।

সে এই বলে চলে গেল।

জুলিয়া তাঁর দাসীকে দেখাতে চাননা প্রেম। এ নারীর ছলাকলা। অথচ চিঠি ছিঁড়ে ফেলে নিজেই অনুতপ্ত। ভাবলেন, হায়রে ঘৃণ্য হাত, তুই প্রেমের কথাগুলিকে ছিঁড়ে ফেললি। তিনি কাগজের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে চুমু খেলেন। আস্তে আস্তে সন্তর্পনে চিঠির টুকরো-গুলো জুড়লেন। তারপর পড়তে লাগলেন। একটি ছত্রে দুবার পেলেন প্রটিউসের নাম। প্রটিউস লিখেছেন, নিঃসঙ্গ বেচারী প্রটিউস, কামনায় উদ্বেগ আবেগময় প্রটিউস জুলিয়াকে সম্বোধন করছে।

জুলিয়া বললেন, আমি ছিঁড়ে ফেলব শুধু জুলিয়ার নামটুকু। তারপর চুমু খাব, জড়িয়ে ধরব।

লুসেটা আবার ফিরে এল, এসে বললে, ঠাকরুণ, খানা তৈরি, আপনার বাবা বসে আছেন।

চল্ যাই।

লুসেটা বললে, এগুলি কি পড়ে থাকবে ?

যদি তোর এত মায়া, তুলে নে না !

লুসেটা বললে, আমি ফেলে দিয়ে গেলাম, কিন্তু এখানে তো ওগুলো পড়ে থাকলে চলবে না, সর্দি লাগবে।

তার মানে, তোর মন পড়ে আছে ওদিকে।

লুসেটা বললে, ও ঠাকরুণ, আপনি যা দেখেছেন তা বলতে পারেন। আমিও চোখ চেয়ে দেখতে জানি। যদিও আপনি ভাবেন, আমি মিটিমিটি তাকাই।

আয় তো তুই।

দুজনে চলে গেলেন

॥ তিন ॥

ভেরোনা। আন্তনিয়োর গৃহ। ইনি ভেরোনার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, প্রটিউসের পিতা।

আন্তনিয়ো এবং তাঁর ভৃত্য প্যানথিনো প্রবেশ করলেন।

আন্তলিয়ো শুধালেন, প্যানথিনো, তোকে ভাই গোপনে কি বললে?

তাঁর ভাতিজা, আপনার ছেলের কথা বললেন কর্তা।

তার ছেলের সম্পর্কে কি কথা?

প্যানথিনো বললেন, ওঁর আফশোস, আপনি, ছেলেকে ঘরে আটকে রেখেছেন। এদিকে আপনার থেকে যারা কমদরের মানুষ, তাঁরাও ছেলেকে বাইরে পাঠাচ্ছে। কেউ পাঠাচ্ছে লড়াইয়ে, কেউ বা নয়া দ্বীপ আবিষ্কারে, কেউ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি বললেন, প্রটিউস তো যোগ্য ছেলে। তাই আমাকে অনুরোধ করলেন, যাতে আমি তাঁর হয়ে বলি, ছেলেকে আর ঘর-কুণো করে রাখবেন না। এতে তা বয়েসের উপর অবিচার করা হবে। যৌবনে যে ঘুরতে পারলে না, তার যৌবন তো বৃথা গেল!

আন্তনিয়ো উত্তর দিলেন, তোমাকে আর বেশি বলতে হবে না। আমিও দেখেছি, সময় নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু বল্ তো, ওকে কোথায় পাঠাই?

প্যানথিনো বললে, কর্তা তো না জানেন এমন নয়, ওঁর সঙ্গী ভ্যালেন্টাইন সম্রাটের দরবারে গেছেন।

হাঁ, তা মানি।

আপনি ওঁকেও সেখানে পাঠিয়ে দিন।

তোর পরামর্শ আমার পছন্দ। আমি ওকে সম্রাটের দরবারেই পাঠাব।

প্যানথিনো বললে, কাল ডন আলফোনসো কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে রাজার দরবারে যাচ্ছেন, তাঁকে সেলাম জানাতে।

তাহলে ওঁদের সঙ্গেই প্রটিউস চলে যাক। ভাল সঙ্গই পাবে।

এমন সময় প্রটিউস এসে ঢুকলেন। তাঁর হাতে চিঠি। তন্ময় হয়ে আছেন। কাউকে লক্ষ্য করেননি।

মধু প্রেম, মধু তার ছত্রগুলি। আর মধুর এ জীবন।

এই তো তার হাত, হাতের লেখা তার অন্তরের প্রতিনিধি।

এই তো তার শপথ, তার সম্মান।

জুলিয়া—স্বর্গের জুলিয়া।

আন্তনিয়ো এবার বলে উঠলেন, কি হে! কি ব্যাপার? কার চিঠি পড়ছ!

চমকে উঠলেন প্রটিউস, তারপর সামনে গিয়ে বললেন, ভ্যালেণ্টাইন চিঠি লিখেছেন, এক বন্ধুর হাতে পাঠিয়েছেন।

আমাকে চিঠিখানি দাও, আন্তনিয়ো বললেন, দেখি, চিঠি পড়ে দেখি!

প্রটিউস তাড়াতাড়ি বললেন, খবর কিছু নেই, শুধু লিখেছে, কত সুখে আছে, সকলের কেমন প্রিয় হয়েছে। রাজদরবারে রোজ যাচ্ছে। আমার কথা লিখেছে, তার কামনা,—আমি তার এ সুখের ভাগী হই।

তার কামনায় তোমার কি কামনা?

আপনার কামনাই আমার কামনা।

আমার তো তোমার বন্ধুর কামনাই কামনা। আমি ঠিক করেছি, তুমি রাজার দরবারে ভ্যালেণ্টাইনের সঙ্গে কিছুদিন থাকবে। তৈরি হয়ে নাও! কালই যেতে হবে। আমাকে ওজুহাত দেখিয়ো না।

প্রটিউস বললেন, কিন্তু এত শীঘ্র তো তৈরি হওয়া যাবে না। আপনি আমাকে দু' একদিন ভেবে দেখতে দিন।

আন্তনিয়ো বললেন, দেখ, তোমার দরকারী জিনিস পরে না হয়

পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। আর বসে থেকো না! কালই তোমাকে যেতে হবে। প্যানথিনো, চল্ তুই সব তোড়জোড় করে দিবি।

আন্তনিয়ো প্যানথিনোকে নিয়ে চলে গেলেন।

প্রটিউস মহা মুশকিলে পড়েছেন, তিনি বলে উঠলেন—আগুনে পুড়তে হবে বলেই না আগুনকে এড়িয়ে চলছিলাম, আর সেই আগুনে পুড়তে হল। জুলিয়ার চিঠি তো বাবাকে দেখানো চলবে না। তিনি হয়ত এর কদর্থ করে নেবেন। হায়রে প্রেমের বসন্ত! সে যেন এপ্রিলের অনিশ্চিত মহিমাভরা দিন! সূর্যের সমস্ত সৌন্দর্য এই সে উজাড় করে দিলে, এই আবার মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে।

এমন সময় প্যানথিনো এসে ঢুকল। সে বললে,

ছোট কর্তা, আপনার বাবা আপনাকে ডাকছেন। জলদি যান!

প্রটিউস চলে গেলেন। যেতে-যেতে বললেন, আমার হৃদয় তো চায়, তিনি যা বলছেন তাই চাই, কিন্তু আবার হাজার বার বলে—না, না, না!

দ্বিতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

মিলানের রাজার প্রাসাদ, ভ্যালেন্টাইন ও স্পীডকে দেখা গেল।

স্পীড বললে, কর্তা, এই যে আপনার দস্তানা।

আমার দস্তানা তো ওটা নয়। আমার দস্তানা আমার হাতে।

তাহলে এটাও আপনার, কেননা এটা একটা দস্তানা।

দেখি, দেখি। দে, দে। এ তো আমারই। এতো স্বর্গের দেবীদের হাতে শোভা পেত। সিলভিয়া—সিলভিয়া।

স্পীড অমনি বলে উঠল, সিলভিয়া ঠাকরুণ গো—সিলভিয়া সিলভিয়া ঠাকরুণ-এ তাঁর, তা তিনি তো—

তিনি কি?

তিনি তো ডাক শোনবার পাল্লার মধ্যে নেই।

তাঁকে ডাকতে কে বললে?

আপনি বলেছেন হুজুর, নয় তো আমার ভুল।

ভ্যালেন্টাইন রেগে উঠে বললেন, তুমি কি এমনি চটপটে হবে নাকি?

কিন্তু আপনি যে আমাকে কুঁড়ে বলে গাল দিলেন।

ভ্যালেন্টাইন বললেন, আচ্ছা, তুমি কি সিলভিয়া ঠাকরুণকে চেন?

হুজুর যাকে ভালোবাসেন—সেই তিনি তো?

তুমি কি করে জানলে—আমি তাকে ভালবাসি?

আপনার কয়েকটি লক্ষণ দেখে। পহেলা আপনি প্রটিউস-মশায়ের মতো হাত কচলাতে শিখেছেন, প্রেমের গান শুনতেও ভাল লাগছে। একা-একা ঘুরছেন, যেন ছোঁয়াচে রোগ হয়েছে। পাঠশালার

পোড়োরা বই হারিয়ে যেমন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, তেমনি ফেলছেন। আর কাঁদছেন বুড়ী দিদিমাকে কবর দিয়ে এসে ছুঁড়ী নাতনী যেমন কাঁদে। যে কম খায়, তার মতো উপোস দিচ্ছেন, ডাকাতির ভয়ে সজাগ হয়ে আছেন। আপনি ছিলেন আলাদা মানুষ, হাসতেন যখন মোরগ ডাকতেন, হাঁটতেন যখন সিংহের পা পড়ত, আর উপোস দিতেন শুধু ভুরিভোজের পরে ; আর এখন আপনি একেবারে বদলে গেছেন। আপনাকে দেখে আমার মনিব বলে মনেই হয় না!

আমার ভিতরে কি এসব লক্ষণ দেখা দিয়েছে? ভ্যালেণ্টাইন শুধালেন।

আপনার বাইরে এসব দেখা দিয়েছে।

বাইরে? কখনো না!

বাইরে না, সেকথা ঠিক। আপনার এসব বালাই বাইরে নেই। এগুলো আছে ভিতরে, আর পেচ্ছাবখানার জলের মতো আপনার ভিতরের সব দেখা যায়। আপনাকে দেখে বদ্যি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না আপনার রোগটা কি?

ভ্যালেণ্টাইন শুধালেন, তুমি কি আমার সিলভিয়াকে চেন?

আপনি যাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন, ভোজের সময়ে সঙ্গে ভোজে বসেছেন, তবুও তাকিয়ে থাকেন।

তুমি তাও লক্ষ্য করেছ?

কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনি নে!

আমার তাকানো দেখেও কি তাকে চেন, আবার চেন না? তিনি সৌন্দর্যে অতুলনীয়া, তাঁর প্রেম অসীম।

তা হলে অতুলনীয়া তো হবেনই, আর অন্যটির সম্পর্কে তো কথাই চলে না।

তার মানে?

তিনি এমন রং মাখেন যাতে সুন্দর দেখায়, তাই কেউ তাঁর সৌন্দর্য বিচার করতে বসে না।

তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর? আমি বলছি তিনি সুন্দরী।

তাহ'লে আপনি পঙ্গু হবার পর তাঁকে দেখেন নি?

সে কি—কবে পঙ্গু হলেন?

আপনি যখন থেকে তাঁকে ভালবেসেছেন।

ভ্যালেণ্টাইন একটু রেগেই বললেন, তাঁকে যেদিন প্রথম দেখেছি, সেদিনই ভালবেসেছি। এখনো তিনি আমার কাছে সুন্দরী।

ভালবাসলে তো দেখা যায় না, স্পীড বললে।

কেন?

তার কারণ, ভালবাসা অন্ধ। হায়, আপনার যদি আমার চোখ থাকত! নয় তো, প্রটিউস-মশাইকে যখন প্রেমে পড়ার জন্য গাল দিয়েছিলেন, আপনার তখনকার সেই চোখ!

তাহলে কি দেখতাম?

দেখতেন আপনার এখনকার নিরেট বোকামি। আর তাঁর ঐ পঙ্গুতা। যে লোক প্রেমে পড়ে, সে তার মোজার গার্টার আঁটতে ভুলে যায়, আপনি তো মোজা পরতেই ভুলে গেছেন।

ভ্যালেণ্টাইন এই রসিকতায় আনন্দ পেলেন; বললেন, তাহলে, তুমিও ভালবেসেছ। কাল সকালে, তুমি আমার জুতো বুরুষ করার দরকার ছিল তা টের পাওনি।

তা সত্যি কর্তা, আমি আমার বিছানার সঙ্গে প্রেমে পড়েছিলাম।

যাহোক, আমি তাঁর প্রেমে পড়েছি।

আপনি একটু শক্ত হলেই, ও-প্রেম থাকবে না।

ভ্যালেণ্টাইন বললেন, কাল রাতে তিনি তাঁর প্রেমিকের উদ্দেশ্যে কয়েক ছত্র পদ্য লিখতে আমাকে অনুরোধ করেন।

আপনি লিখলেন না কি!

হাঁ।

তাহলে সে-পদ্য নিশ্চয়ই চরণে খোঁড়া।

না, আমার যথাসাধ্য ভাল করে লিখেছি। চুপ! ঐ তিনি আসছেন।

সুন্দরী সিলভিয়া এসে ঢুকলেন।

দু'পক্ষে সম্ভাষণের পালা শেষ হল।

এবার ভ্যালেণ্টাইন বললেন,

ভদ্রে! আপনার অনুরোধে, আপনার গোপন নাম-না জানা বন্ধুর উদ্দেশ্যে লিপি আমি রচনা করেছি। আমার লেখায় ছিল ঘোর অনিচ্ছা, কিন্তু আপনার প্রতি কর্তব্য হিসেবেই লিখেছি।

আপনাকে ধন্যবাদ, বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গেই লেখা হয়েছে। সিলভিয়া বললেন।

ভ্যালেণ্টাইন উত্তর দিলেন, ভদ্রে, আমার পছন্দ হয়নি। কার উদ্দেশ্যে লিখছি, সে কথা জানা না থাকায় আমাকে অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করতে হয়েছে, কিছুটা বা অসংলগ্ন হতে হয়েছে।

আপনি অনেক কষ্ট করেছেন। হয়তো প্রেমের ব্যথা আপনি জানেন।

না, না, ভদ্রে, আপনার প্রয়োজনে আরো লিখব, হাজারবার আপনার হুকুমে লিখব।

সিলভিয়া বললেন, হাঁ ছন্দ ভাল। না, নাম তো বলব না। বললেও তেমন কিছু নয়। আপনাকে ধন্যবাদ। আর আপনাকে কষ্ট দেব না।

স্পীড আপন মনে বললে, কিন্তু কষ্ট ঠিক দেবে ঠাকরুণ।

ভ্যালেণ্টাইন ব্যস্ত হয়ে বললেন, ভদ্রে, সে কি কথা! আপনার কি পছন্দ হয়নি?

সিলভিয়া বললেন, হাঁ, হাঁ পছন্দ হয়েছে। ছত্রগুলো বড় অদ্ভুত। কিন্তু আপনার যখন অনিচ্ছা—এ আমি নেবনা। নিন, ফিরিয়ে নিন।

ভদ্রে, ও রচনা আপনারই—আপনারই জন্যে।

সিলভিয়া বললেন, হাঁ. আপনি আমার অনুরোধে লিখেছেন।

কিন্তু এতো আমি নেব না, এ আপনারই লেখা— আপনারই নাম। আমি লিখলে আরো আবেগভরে লিখতাম।

ভ্যালেণ্টাইন বললেন, তাহলে ভদ্রে, আপনাকে আর-একখানি লিখে দেব।

সিলভিয়া অমনি উত্তর দিলেন, যখন লেখা হবে, আমার দিব্যি রইল, নিজে পড়ে দেখবেন। যদি আপনার মন-মতো হয়, তাহলেই ভাল। আর না হলে তো, চুকেই গেল।

তার মানে কি ভদ্রে?

যদি আপনার ভাল লাগে, আপনার পরিশ্রমের মজুরি হিসেবে রেখে দেবেন। এবার চলি।

রাজকুমারী সিলভিয়া চলে গেলেন।

ভ্যালেণ্টাইন নাগরিক হলেও সিলভিয়ার এই ছল-লীলা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু তার ভৃত্য স্পীড্ ঠিক বুঝে নিলে। সে মনে মনে বললে, সুন্দরী সিলভিয়ার প্রেমে উন্মত্ত তাঁর প্রভু, আর সেকথা জেনে সিলভিয়া এক অদ্ভুত রঙ্গে মত্ত। প্রভুকে সুন্দরী প্রেম নিবেদন করতে শেখাচ্ছেন। প্রভু হয়েছেন ছাত্র, তিনি শিক্ষক, এ এক অপূর্ব রঙ্গ। প্রভু নিজের লিপিকার নিজে বনে গেছেন, আর সেই লিপি নিজের উদ্দেশ্যে রচনা করছেন।

স্পীড্ এমনি চিন্তায় বিভোর, ভ্যালেণ্টাইন বললেন, কি জল্পনা করছ নিজের মনে?

কিছুনা, পদ্য মেলাচ্ছি, জল্পনা তো আপনার এলাকা।

কেন জল্পনা করব?

আপনি যে সিলভিয়া ঠাকরুণের প্রতিনিধি।

প্রতিনিধি কার কাছে যাবেন, কার সঙ্গে আলাপ করবেন?

করবেন তাঁর নিজের সঙ্গে। আপনাকে তিনি এমনি করেই প্রেম জানাচ্ছেন।

আমাকে? তা যদি হয় সোজা আমাকে চিঠি লিখলেন না কেন?

কি দরকার, যখন আপনাকে দিয়ে আপনাকে লেখাতে পারছেন। আপনি কি রঙ্গ বোঝেন নি ?

না, সত্যি না—ভ্যালেণ্টাইন বলে উঠলেন।

আপনি কি তাঁর আগ্রহ বুঝতে পারছেন না ?

আগ্রহ কি জানি নে, শুধু তাঁর কটূ কথা শুনছি।

কেন—আপনাকে তো চিঠি লিখলেন ?

সে-চিঠি তো তাঁর বন্ধুর উদ্দেশ্যে লেখা।

আর সে-চিঠি তিনি বিলি করেও দিয়ে গেলেন।

তার মানে ?

তার মানে এই,—তিনি কুমারী, দূতের উপর ভরসা করতে পারছেন না। তাই প্রণয়-লিপি পাঠাবার এ এক নতুন কৌশল আবিষ্কার করেছেন। তিনি নিজে আপনাকে প্রণয়ের পাঠ দিয়েছেন। কিন্তু প্রভু, খাবারের সময় যে বয়ে যায়।

আমি তো খেয়েছি, ভ্যালেণ্টাইন উত্তর দিলেন।

স্পাড বললে, হুজুর, ভালবাসা হাওয়া খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু আমার তো খাবার দরকার, আমি এখন মাংস খেলে খুসি হই।

সে চলে গেল।

॥ দুই ॥

ভেরোনা। সুন্দরী জুলিয়ার গৃহে আবার আমরা এলাম। মিলানের দৃশ্য পরিবর্তনের পরে এ আবার এক প্রণয়ের লীলা-খেলার মাঝখানে আমরা এসে পড়লাম। প্রণয়ী-যুগল এখানে প্রটিউস আর জুলিয়া। বিদায়ের মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। তাই তাঁরা অস্থির।

প্রটিউস জুলিয়াকে বোঝাচ্ছেন, সুন্দরী ধৈর্য ধর!

জুলিয়া উত্তর দিলেন, ধৈর্য তো ধরতেই হবে, উপায় তো নেই।

আমি তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।

তাহলে যাবার আগে এই স্মৃতিচিহ্নটি রাখ, এই বলে নিজের হাত থেকে নিয়ে একটি সোনার আঙটি প্রটিউসের হাতে পরিয়ে দিলেন।

তাহলে আমিও বদল করি, তুমি এটি নাও। প্রটিউসও জুলিয়ার হাতে নিজের আঙটিটি পরিয়ে দিলেন।

এ আদান-প্রদানে পবিত্র চুম্বনের সীলমোহর পড়ুক। জুলিয়া বললেন।

এবার প্রটিউস বললেন, আর তো সময় নেই, জোয়ার এসে গেছে। বাবা অপেক্ষা করছেন। না, না, তোমার চোখের জোয়ার নামলে তো চলবে না, সে-জোয়ারে আমাকে তো অপেক্ষা করতে হবে। আসি জুলিয়া!

জুলিয়া নিঃশব্দে চলে গেলেন।

প্রটিউস বলে উঠলেন, একটি কথাও না বলে চলে গেল! তারপরে আপন মনেই বললেন, প্রকৃত প্রেমে তো তাই-ই হয়। প্রকৃত প্রেম তো কথা বলতে জানে না। সত্য চায় কাজ, কথা তো নয়!

এমন সময় প্যানথিনো এসে তাড়া লাগালে,

আর দেরী করছেন কেন?

যাচ্ছি, প্রটিউস বলে উঠলেন।

তারপর বেরিয়ে এলেন।

॥ তিন ॥

ভেরোনা নগর, তারই পথ। প্রটিউসের ভৃত্য লন্সকে দেখা যাচ্ছে, তার সঙ্গে একটি কুকুর। লন্স ও স্পীডের মতোই ভাঁড়ামিতে পটু, আবার স্পীডের মতোই ভাঁড়ামির আড়ালে সূক্ষ্মবুদ্ধি ঝিলিক মেরে ওঠে।

লন্সও চলেছে প্রটিউসের সঙ্গে রাজদরবারে মিলানে। তাই সে কাঁদছে, তার বাপ কাঁদছে, মা কাঁদছে, বোন কাঁদছে, এমন কি তার বেড়ালটাও কাঁদছে। আর তার নিজের চোখও জলে ভরা। কিন্তু আশ্চর্য, তার কুকুর এক ফোটা চোখের জলও ফেলছে না! কুকুরটা নিশ্চয়ই পাথরে গড়া, তার একটুও মায়া নেই! এমন কি বুড়ী ঠাকুমা, যাঁর চোখ নেই—তিনিও কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন—আর কুকুরটা এমনি নেমকহারাম! তাই সে কুকুরটাকে শিক্ষা দিতে চায়। শিক্ষার পদ্ধতি তার একটু নতুন ধরণের। সে বললে, নে রে কুত্তা শেখ! এই যে আমার বাঁ পাটি জুতো, এই আমার বাপ। না, না, বাঁ পাটি বাপ নয়, মা। এই যে যার তলায় গর্ত—এই আমার মা বলে ধরে নে। আর যেটির তলার গর্ত নেই, সেটি আমার বাবা। আর এই আমার ছড়ি গাছা, এইটি আমার বোন। বোন আমার পদ্মের মতো সাদা, আবার ছড়ির মতো ছিপছিপে আর বেঁটে। আর এই টুপীটি আমাদের চাকরাণী। আমি হচ্ছি কুকুর। না না, কুকুর কুকুরই, আমি কুকুর সেজেছি। আবার নিজের পার্টও করছি। এবার বাপের কাছে চল! বাবা, আশীর্বাদ চাই। জুতোর পাটি কি কথা বলবে না? আমি কি আমার বাপকে চুমু খাব? আহা, তিনি কাঁদছেন—কেঁদেই চলেছেন। এবার এলাম আমার মার কাছে। আমি তাঁকেও চুমু খেলাম। জুতোর পাটিতে সে চুমু খেল। মার নিঃশ্বাস ঘন

ঘন পড়ছে। এবার বোনের কাছে। দেখ, কি রকম কাঁদছে? আর কুকুর এর মধ্যে এক ফোঁটা চোখের পানি ঝরালো না গো! দেখ, আমি কেমন কাঁদি।

এমন সময় প্যানথিনো এসে ঢুকল। সে তাড়া দিলে, ওরে লন্স, জলদি—জলদি! তোর মনিব জাহাজে উঠেছেন। এ কি? কাঁদছিস কেন? চল্, জোয়ার চলে যাবে।

যাক না, কিন্তু আমার এই নিষ্ঠুর কুত্তাকে নিয়ে কি করি!

আরে জোয়ার চলে গেল। জোয়ার গেলে আর জাহাজে উঠতে পাবিনে, তোর মনিবকে হারাবি। আর মনিব হারালে চাকরি খোয়াবি, আর চাকরি খোয়ালে—

আর তাকে কথা বলতে না দিয়ে মুখ চেপে ধরল লন্স।

ও-কি! মুখ চেপে ধরলি যে! প্যানথিনো বললে।

কি জানি যদি তুমি জিভ হারিয়ে বস।

তার মানে! কোথায় জিভ হারাবো?

মানে কথা বলতে গিয়ে।

যা-যা, মস্কারা রাখ! আমাকে তোকে ডাকতে পাঠিয়েছে।

ওরা চলে গেল।

॥ চার ॥

মিলান। ভ্যালেন্টাইন আর সিলভিয়াকে দেখা যাচ্ছে রাজ-প্রাসাদের একটি কক্ষে। সঙ্গে আছে স্পীড আর ফুরিয়ো, তিনি সিলভিয়ার প্রণয়প্রার্থী। প্রণয়প্রার্থী হলেও মানুষটি নির্বোধ।

সিলভিয়াকে ভ্যালেন্টাইন ডাকেন দেবী, হুজুরাণী, আর সিলভিয়া ডাকেন —নফর। এ-এক রঙ্গ, এই রঙ্গই চলছে।

সিলভিয়া ডাকলেন, ওগো নফর।

ভ্যালেন্টাইন অমনি উত্তর দিলেন, হুজুরাণী।

স্পীড অমনি বলে উঠল, কর্তা, আপনার স্বর শুনে ফুরিয়ো মোশাই ভ্রূ কোঁচকাচ্ছেন।

ভ্যালেন্টাইন বললেন, নারে উনি প্রেমে কুঁচকাচ্ছেন।

আপনার দিকে চেয়ে নয়, স্পীড বললে।

তবে আমার হুজুরাণীর দিকে চেয়ে।

তাহলে কর্তা, ওঁকে এক ঘুষো মেরে পেড়ে ফেলুন না!

সিলভিয়া রঙ্গমতী, রসবতী, তিনি বললেন, আজ যে আমার নফর এমন বিষণ্ণ?

বিষণ্ণ বলেই তো মনে হয়—ভ্যালেন্টাইন বললেন।

মনে হয় বিষণ্ণ হননি—তাই না?

তাই।

তাহলে এও ভান, ফুরিয়ো বললেন।

ভানতো আপনিও করছেন, ভ্যালেন্টাইন বলে উঠলেন।

ফুরিয়ো রেগে উঠলেন।

সিলভিয়া তা দেখে বললেন, আরে, এ কি! শ্রীযুক্ত ফুরিয়ো যে রাগে রং বদলাচ্ছেন!

ভ্যালেণ্টাইন বললেন, হুজুরাণী, ওঁকে ছুটি দিন। উনি কাকলাস, তাই রং বদলাচ্ছেন।

ফুরিয়ো অমনি বলে উঠলেন, হাঁ, কাকলাসই বটে! সে কাকলাস হাওয়া খেয়ে থাকে না, রক্ত চায়।

বাঃ চমৎকার কথা বলেছেন! ভ্যালেণ্টাইন বলে উঠলেন।

কথা শেষ করে দিয়েছি।

তা জানি, আপনি কথা শুরু করার আগেই শেষ করে দেন।

সিলভিয়া হেসে বললেন, বা কথার গুলিতো ছুটেছে ভাল।

গুলি যিনি ছোঁড়াচ্ছেন, তাঁকে ধন্যবাদ—ভ্যালেণ্টাইন বলে উঠলেন।

তিনি কে? সিলভিয়া হাসিমুখে সুধালেন।

আপনি হুজুরাণী। আপনি আগুন যোগাচ্ছেন। স্যার ফুরিয়ো আপনার বুদ্ধি ধার করে নিয়ে উজাড় করে দিচ্ছেন।

ফুরিয়ো বলে উঠলেন, দেখুন মশাই, আপনি যদি কথা কাটাকাটি করতে চান, আপনার বুদ্ধিকে আমি দেউলে করে ছাড়ব।

ভ্যালেণ্টাইন হেসে বললেন, আমি তো জানি আপনার কথার ভাণ্ডার। আপনি যে কথায় বাঁচেন, তা জানি।

সিলভিয়া বলে উঠলেন, না, না, আর নয়। আমার বাবা আসছেন।

মিলানের রাজা এসে প্রবেশ করলেন। তিনি এসে জানালেন, ভ্যালেণ্টাইনের স্বদেশবাসী ডন আন্তোনিয়া এসেছেন। তিনি ভ্যালেণ্টাইনের পিতার কাছ থেকে চিঠি এনেছেন। আর সংবাদ শুভ, সবাই সেখানে কুশলে আছেন। রাজা এবার শুধালেন, ডন অন্তোনিনিয়োর এক পুত্র আছে না?

ভ্যালেণ্টাইন উত্তর দিলেন, সেই পুত্র প্রটিউস, আর তিনি তাঁরই অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। প্রটিউস তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি বিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধি তাঁর পাকা। প্রশংসা করে তাঁর গুণের ব্যাখ্যা চলে না। তিনি মনে, দেহে সম্পূর্ণ, কোথাও তাঁর অসম্পূর্ণতা নেই।

রাজা বললেন, এমন যখন গুণ, তিনি তো রাজ্ঞীর ভালোবাসার যোগ্য পাত্র, তিনি তো রাজার সভাসদ হবার যোগ্য। তাঁকে আমি আমার রাজসভায় স্থান দেবো।

তাঁর সঙ্গ তো আমার চিরদিনের কামনা, ভ্যালেন্টাইন বললেন।

রাজা বললেন, তিনিও এসেছেন, আমি তাঁকে তোমার এখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

রাজা চলে গেলেন। ভ্যালেন্টাইন এবার সিলভিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই আমার সেই বন্ধু, যাঁর কথা আপনাকে বলেছিলাম। তিনিও আমার সঙ্গেই আসতেন, কিন্তু তাঁর প্রেমিকা তাঁর স্ফটিক-স্বচ্ছ চোখের বৃষ্টি দিয়ে বন্ধুর চোখ দুটিকে বেঁধে রেখেছেন।

সিলভিয়া বললেন, বোধহয় এবার প্রেমিকা অন্য কোনো পণে তাঁকে বন্দীদশা থেকে রেহাই দিয়েছেন।

না, এখনও তিনি বন্দী বলেই মনে হয়।

তাহলে আপনার বন্ধুটি অন্ধ হয়ে গেছেন। আর যদি অন্ধই হলেন, আপনাকে খুঁজে বের করতে এতদূর এলেন কি করে?

হুজুরাণী কি জানেন না, প্রেমের বিশ জোড়া চোখ?

ফুরিয়ো বললেন, কিন্তু লোকে বলে, প্রেমের চোখই নেই।

ভ্যালেন্টাইন বললেন, মশাই, আপনার মতো প্রেমিককে দেখবার চোখ নেই বটে, কিন্তু প্রেম সাধারণ জিনিস পেলে উঁকি মেরে দেখে।

সিলভিয়া বলে উঠলেন, আপনারা থামুন! ঐ যে ভদ্রলোকটি আসছেন।

প্রটিউস এসে প্রবেশ করলেন, সম্ভাষণ-প্রতি-সম্ভাষণের পর সিলভিয়া ফুরিয়োকে নিয়ে চলে গেলেন। এবার রইলেন শুধু দুটি বন্ধু। ভ্যালেন্টাইন শুধালেন—তোমার প্রেমিকার খবর কি? প্রেমের খবর কি?

প্রটিউস বললেন, আমার প্রেমের কাহিনী তো তোমাকে ক্লান্ত করে তোলে। আমি তো জানি, তুমি তো ওতে আনন্দ পাওনা!

ভ্যালেন্টাইন উত্তর দিলেন, প্রটিউস, সে জীবন তো পালটে গেছে। ভালবাসাকে নিন্দে করেছি বলে তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমার শাস্তি হয়েছে। আমি তীব্র ক্ষুধায় অধীর, উপবাসী—অনুতাপের গোঙানি শুরু হয়েছে। রাতে চোখের জল ঝরে, আর দিনে ঝরে তীব্র দীর্ঘশ্বাস। আমার ঘৃণার প্রতিশোধ নিচ্ছেন প্রেম, আমার কালো চোখ দুটি থেকে ঘুম কেড়ে নিয়েছেন, তাদের আমার বুকের বেদনার পাহারাদার করে রেখেছেন। প্রটিউস তুমি তো জান—প্রেম মহাশক্তিমান এক সামন্ত, আমার দর্প তিনি খর্ব করেছেন। এখন তো শুধু প্রেমের কথাই শুনতে চাই—আর কিছু নয়।

প্রটিউস বললেন, ঢের হয়েছে। চোখ দেখেই তোমার দশা টের পেয়েছি। যাকে পূজা করছ, তিনি কি উনি?

হ্যাঁ, উনিই তিনি। উনি কি স্বর্গের দেবী নন?

না। কিন্তু মর্ত্যের দেবী।

তাঁকে স্বর্গের দেবী বলে ডাক।

না, আমি তোষামোদ করব না।

আমাকে তোষামোদ করতেই না হয় ডাকলে। ভালবাসা তো স্তুতিতে আনন্দ পায়।

প্রটিউস বললেন, যখন আমি ছিলাম রোগী, তুমি আমাকে বিষ-তেতো বড়ি খাওয়াতে। আমিও তো তেমনি ব্যবস্থা করবো।

ভ্যালেন্টাইন বললেন, তাহলে সত্যি কথাই বল। যদি স্বর্গের দেবী না হন, মর্ত্যে সবার সেরা তো বটেন।

শুধু আমার প্রেমিকা ছাড়া, বলে উঠলেন প্রটিউস।

না—না, ঐটিকে বাদ দিলে চলবে না।

আমারটিকে আমি বেশি পছন্দ করব—তার কি যুক্তি নেই?

তাঁকেও পছন্দ করবার জন্যে তোমাকে আমি সাহায্য করব। তোমারটি ওঁর সখী হয়ে সম্মানিত হবেন।

এমন সাধ কেন? এ কেমন গর্ব তোমার?

প্রটিউস আমাকে ক্ষমা কর। আমার কাছে ওঁর মূল্য আর-সবাইকে মূল্যহীন করে দিয়েছে। উনি তো একক।

বেশ তো, একক থাকুন না!

ভ্যালেণ্টাইন আবার আবেগ ভরে বলে উঠলেন, উনি আমার একা। আমি এই রত্ন পেয়ে ধনী। যদি বিশটি সমুদ্রের সমস্ত বালুকণা মুক্তা হোত, জল যদি হোত অমৃত, তার প্রস্তর পাহাড়গুলি যদি হোত সোনা, তাহলে হয়ত আমার ধনের তুলনা চলত! আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু। কিন্তু আমার এক নির্বোধ প্রতিদ্বন্দ্বী জুটেছে, তাঁর বাবা তাকে ভালবাসেন, তাঁর রাজ্য আছে বলেই সেও রাজকুমারীকে ভালবাসে, তাতেই আমার হৃদয়ে ঈর্ষা।

কিন্তু তিনি তোমাকে ভালবাসেন তো? প্রটিউস শুধালেন।

হাঁ, আমরা বাগদত্ত, আমাদের প্রেম চলে কৌশলে। আমি কি করে ওর বাতায়নে গিয়ে উঠব, তাই ঠিক করে রেখেছি। দড়ির সিঁড়িও তৈরী, সবই তৈরী। প্রটিউস, তুমি আমার ঘরে চল, আমাকে এ ব্যাপারে পরামর্শ দাও!

কিন্তু তার আগে আমাকে জাহাজ থেকে কিছু দরকারী জিনিষ খালাস করে আনতে হবে, তারপরে তোমার কথা শুনব।

তাহলে জলদি যাও!

হাঁ, তাই যাচ্ছি।

ভ্যালেণ্টাইন চলে গেলেন।

প্রটিউস কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর বলে উঠলেন,

একি হল, এক উষ্ণতা আর এক উষ্ণতাকে দূর করে দিলে! একটি পেরেক সবলে কেন আর একটি পেরেককে স্থানচ্যুত করলে! আমার পূর্ব প্রেমের স্মৃতি নূতনের দর্শনে বিস্মৃত হলাম! একি হল! আমার চোখ, না ভ্যালেণ্টাইনের স্তুতি ঐ সুন্দরীকে দেখলে সৌন্দর্যের নিখুঁত দৃষ্টান্ত হিসেবে? না, আমার কুমতি আমার বিচার-বুদ্ধি কেড়ে নিলে? সিলভিয়া সুন্দরী, যে জুলিয়াকে আমি ভালবাসি

তিনিও সুন্দরী। না, না, ভালবাসি নয়—ভালবাসতাম, এখন তো আমার ভালবাসা তুষারের মতো গলে গেছে। যেমন গলে যায় মোমের মূর্ত্তি আগুনের তাপে। সে জিনিষটির আর কোন অস্তিত্বই থাকে না। আমার মনে হচ্ছে, ভ্যালেণ্টাইনের প্রতি আমার অনুরাগ শীতল হয়ে গেছে, নয়তো তার প্রেমিকাকে আমি বড় বেশি ভালবেসে ফেলেছি। আর তার জন্যেই তার প্রতি ভালবাসায় ঘাটতি পড়েছে। কিন্তু এখনো তো ছবিই শুধু দেখেছি, কিন্তু সেই ছবিই আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিলে, বিচার-বুদ্ধির আলো নিবিয়ে দিলে। যদি পারি তো এই ভুল ভালবাসাকে সংযত করব। যদি না পারি, ঐ সুন্দরীকে জয় করতে আমার সবগুলো কৌশল খাটিয়ে দেখব।

॥ পাঁচ ॥

মিলানের পথ। সেখানে কত মানুষ ছুটছে কাজে আর অ-কাজে। স্পীড আর লন্সকেও দেখা গেল। তুজনে বিভিন্ন দিক থেকে আসছিল। স্পাড লন্সকে দেখতে পেয়ে ডাকলো,

লন্স—লন্স!

লন্স গলার স্বর চিনতে পেরে মুখ ফিরিয়ে দেখলে। স্পীডকে সে চিনেছে।

স্পাড বললে, বন্ধু লন্স, মিলান শহরে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি!

লন্স বললে, অমন করে বোলোনা। আমাকে এ-শহরে কেউ স্বাগত জানায়নি। কোথাও স্বাগত জানাতে হলে তু-এক পাত্র খাওয়াতে হয়, আর গৃহকর্ত্রী বলেন—স্বাগতম। তা কোনটাই তো মিলানে এসে পাইনি!

স্পাড বললে, ওরে পাগলা, এই তোমার কথা! তা এখুনি একটা শুঁড়িখানায় ঢুকছি গিয়ে, পাঁচ পয়সার এক পাত্রের বদলে

তুমি অমন হাজারটা স্বাগত পাবে। কিন্তু একটা কথা সাঙাৎ, তোমার মনিবটি কি করে জুলিয়া-ঠাকরুণের কাছ থেকে বিদায় নিলেন ?

লন্স বললে, তু'জনে কষা বাঁধনে বাঁধা পড়েছিলেন, তাই বিদায় নেবার সময়ে বেশ সহজেই বাঁধন কাটালেন।

কিন্তু ঠাকরুণ কি ওঁকে বিয়ে করবেন ?

না।

তার মানে, তোমার মনিব কি ঠাকরুণকে বিয়ে করবেন ?

না, তাও নয় !

তার মানে, বাঁধন ছিড়ে গেছে ?

না, না, আঁটই আছে।

তাহলে ? তোমার কথা তো বুঝতে পারছি নে।

তুমি একটা বুদ্ধু তাই পারছনা। তা এসব গোপন কথা, অমনি হুট্ করে তো বলা যায় না। লন্স মাথা নেড়ে বললে, তবে রূপকের আমেজ দিয়ে বলা যায় বটে।

তা তাই বলো! কিন্তু লন্স একটা ব্যাপার ঠাহর করেছ কি, আমার মনিব যে মস্ত প্রেমিক হয়ে উঠেছেন ? স্পীড বললে।

আমি তো ওঁকে তাছাড়া জানিনে।

তার মানে ?

উনি তো ঘরকুণো হয়ে নিজের সঙ্গে পিরীত করতেন।

ওরে গাধা, সেকথা নয়, তুই আমাকে ভুল বুঝেছিস!

ওরে বোকা, আমি তোকে বলিনি, তোর মনিবকে বলেছি।

আর আমিও বলেছি, আমার মনিব এক আসল পিরীতখোর হয়ে উঠেছেন।

ছাখ্, লন্স বললে, তোকে বলি, তোর মনিব পিরীতির আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যান তো আমার কি! এখন বল্, শুঁড়িখানায় যাবি কি না! যদি না যাস্ তো তুই একটা য়িহুদী, কেরেস্তান নামের তই যুগ্যি নোস্!

চল, চল। স্পাড তার হাত ধরলে
দু'জনে চলে গেল।

॥ ছয় ॥

মিলানের রাজপ্রাসাদ। একটি নির্জন কক্ষ দেখা যাচ্ছে। সেই কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন প্রটিউস। সঙ্গে কেউ নেই।

তিনি বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, তাঁর হৃদয়ে কুমতি-সুমতির দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। তিনি ক্ষত-বিক্ষত। বললেন,

আমি কি জুলিয়াকে বাতিল করে দেবার শপথ করব? সুন্দরী সিলভিয়াকে ভালবাসার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হব? আমার বন্ধুর উপর কি অবিচার করব? আমি কি এই শঠতা গ্রহণ করব? ভালবাসা আমাকে শপথ করতে বলছে, শপথ ভাঙতে বলছে। হে প্রেম, যদি তুমি পাপ করে থাক, আমাকে সেই পাপ শিখিয়ে দাও। প্রথমে তো আমি এক মিটিমিটি তারাকে ভালবাসতাম, এখন তো ভালবাসি বহ্নিমান সূর্যকে। ছি; ছি; ছি। ওরে অপবিত্র জিহবা, আজ এত হীন তুই। এক সময়ে ঐ সুন্দরী জুলিয়াকেই না তুই বিশ হাজার শপথে প্রেম জানাতিস।

কিন্তু প্রেমকে তো ছাড়তে পার্ছি না। জুলিয়াকে আমি হারিয়ে ফেললাম, ভ্যালেন্টাইনকেও হারালাম। যদি হারি, তাহলে তো নিজেকে হারাতে হবে। আর যদি ওদের হারাই তো, ওদের হারিয়ে আমার লাভ হবে। ভ্যালেন্টাইনকে হারিয়ে নিজেকে পাব, জুলিয়াকে হারিয়ে পাব সিলভিয়াকে। আমার কাছে আমার দাম বন্ধুর চেয়ে বেশি। প্রেম অমূল্য—আর সিলভিয়া তো অতুলনীয়া, জুলিয়া তো তার কাছে ইথিয়োপার কৃষ্ণাঙ্গিনী। জুলিয়া যে বেঁচে আছে, একথাও আমি ভুলে যাব। আমার সে-প্রেম তো গত, মৃত; ভ্যালেন্টাইন তো আমার শত্রু। আমি বিশ্বাসঘাতকতা

করব তার সঙ্গে। আজ রাতে ও দড়ির সিঁড়ি বেয়ে যাবে সিলভিয়ার বাতায়নে। আমি ওর পরামর্শদাতা। আমি গিয়ে সুন্দরীর বাবাকে বলে দেব। বলব—ওরা পালিয়ে যাবে, উনি ক্ষিপ্ত হয়ে ভ্যালেন্টাইনকে মিলান থেকে নির্বাসিত করবেন। কেননা, তিনি তো থুরিয়োকেই কন্যার যোগ্য পাত্র হিসেবে ঠিক করে রেখেছেন। ভ্যালেন্টাইন চলে গেলে আমি কোন কৌশলে ঐ ভোঁতা থুরিয়োর একঘেয়ে প্রেমে বাধা দেব। হে প্রেম, আমাকে তুমি পাখা দাও, যাতে আমার সংকল্প সিদ্ধ হয়। যখন আমাকে তুমি এই ষড়যন্ত্র করবার বুদ্ধি দিয়েছ, তখন তোমার কাছেই এই বর মাগছি।

প্রটিউস সিলভিয়ার প্রেমে ক্ষিপ্ত হয়ে চললেন বন্ধুর সর্বনাশ করতে। কু-মতিই জয়ী হল।

॥ সাত ॥

এদিক ভোরোনায় জুলিয়া সুন্দরী কি করছেন আমরা দেখি।

তিনিও অনুচরী লুসেটার সঙ্গে বসে প্রেমের জল্পনায় মত্ত। প্রটিউসের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে তিনি ব্যগ্র, অধীরা।

তিনি লুসেটাকে বললেন, ওলো, বলে দে, কি করে আমি আমার ভালবাসার মানুষ প্রটিউসের কাছে যাব?

লুসেটা বললে, দাঁড়াও ঠাকরুণ, পথ যে দীর্ঘ। ক্লান্তি আসবে।

জুলিয়া বললেন, যদি আমরা তীর্থযাত্রী হই, ক্লান্তি তো আসবে না। আর ভালবাসার তীর্থযাত্রীর তো প্রেমের পাখাই আছে। আর কার কাছে যাচ্ছি?—না, আমার প্রেমিকশ্রেষ্ঠ প্রটিউসের কাছে।

লুসেটা বললে, যতদিন প্রটিউস না ফেরেন, ধৈর্য ধরে থাক সখ!

তুই জানিস নে, ওর দৃষ্টি যে আমার আত্মার আহার। আমি তো বহুদিন সে-আহার পাইনি। তুই কি প্রেমের স্পর্শের কথা জানিস?

তা যদি জানতিস, তাহলে ঐ তুষারে আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারতিস। তুই কিনা চাস্ কথা দিয়ে প্রেমের আগুন নেবাতে।

না গো, না, তোমার পীরিতের অমন দাউদাউ আগুন আমি নেবাতে চাইনে। কিন্তু আগুনের শিখাটি একটু নিস্তেজ করে দিতে চাই, পাছে সেটা বিচার-বুদ্ধির বাইরে না যায়—তাই তো আমার ভয়।

তুই যত নেবাতে যাবি, তত জ্বলে উঠবে। জলের স্রোত তো বয়ে যায় মৃদু গতিতে, কিন্তু তাকে বাধন দিলে সে তো ফুঁসে ওঠে ক্রোধে। যখন বাধা পায় না, সে তো মধুর গান শোনাতে শোনাতে পাথরের উপর দিয়ে বয়ে যায়। প্রতি উপল খণ্ডে রেখে যায় তার মৃদু চুম্বন। চঞ্চল লীলায় এদিকে ওদিকে ছোটে, তারপরে মেশে গিয়ে সাগরে। আমাকে যেতে দে লুসেটা, বাধা দিস নে। আমি মৃদুলগমনা নদীর মতোই ধীর হব, প্রতি ক্লান্ত পদক্ষেপে আমার আনন্দ উছলে উঠবে, তারপর শেষ পদক্ষেপে গিয়ে মিশব আমার প্রিয়তমের সঙ্গে। তারপরে বহু ছোটাছুটির পর আমাদের স্বর্গপুরে মিলন হবে।

কিন্তু কোন বেশে যাবে?

নারীর বেশে নয়, তাহলে কামুক-মানুষের দৃষ্টিতে পড়তে হবে। লুসেটা, আমাকে বীর যোদ্ধার বালক-অনুচরের বেশ পরিয়ে দে।

তাহলে তো ঠাকরুণের অমন চুল কেটে ফেলতে হবে।

না, আমি রেশমী ফিতে দিয়ে চুল এমন ভাবে বেঁধে নেব, এমন গেরো দেব, যাতে আমাকে তরুণের মতো দেখাবে।

তাহলে আপনার ব্রিচেস হবে কেমন?

তোর যেমন পছন্দ। তুই আমাকে ভালবাসিস, তোর যা পছন্দ আমি তাই পরব। কিন্তু বল্ তো সই, এই যে যাব, এতে দুনিয়া আমাকে কলঙ্ক দেবে না তো? আমার তো সেই ভয়।

তা যদি ভাব, তাহলে বাড়িতে থাকো, যেয়ো না।

না, তা তো পারব না। বাড়ি বসে তো থাকবনা।

লুসেটা বললে, তাহলে কলঙ্কের কথা স্বপ্নেও ভেবোনা। চলে যাও। প্রটিউস যদি পছন্দ করেন, তাহলে অন্যের অসন্তোষে কি আসে যায়। কিন্তু তিনি কি খুশি হবেন—সেই তো আমার ভয়।

জুলিয়া বললেন, লুসেটা, সে-ভয় আর আমার নেই। উনি হাজার শপথ করেছেন, চোখের জলে মহাসাগর রচেছেন। এমন উদাহরণ থাকতে তিনি অসুখী হবেন! দেখবি, তিনি আমাকে স্বাগত জানাবেন।

লুসেটা বললে, কিন্তু ঐ যে চোখের জলের কথা বললে, ওগুলো তো শঠ মানুষের দাস, তার হাতিয়ার।

শঠ যারা, তারা ওগুলো শঠতার কাজে লাগায়। কিন্তু প্রটিউসের জন্মলগ্নে তো শঠ নক্ষত্র ছিল না। তাঁর কথাই সর্তপত্র, তাঁর শপথই দৈববাণী! তাঁর প্রেম সংশয়ের অতীত, তাঁর চিন্তা তো আশাময়, তিনি তো চাতুরি জানেন না।

লুসেটা বললে, ঈশ্বরকে ডাকি, তাই যেন হয়!

জুলিয়া বললেন, তুই তো আমাকে ভালবাসিস্, তাই ওঁর উপরে অবিচার করিস নে। ওঁকে ভালবেসে আমাকে ভালবাসিস—এই আমি চাই! এবার চল্ তো আমার ঘরে। আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে দে। আমার দেশ ছাড়ছি, আমার জিনিস পত্র ছাড়ছি, শুধু তার বদলে আমাকে সেখানে পাঠিয়ে দে। আমি আধমরা। চল, চল।

তৃতীয় অঙ্ক

॥ এক ॥

মিলান। রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগ।

রাজা, থুরিয়ো ও প্রটিউসকে দেখা গেল।

রাজা থুরিয়োকে বললেন, থুরিয়ো, আমাদের একটু একা থাকতে দিন। আমাদের একটি গোপন বিষয় পরামর্শ করতে হবে।

থুরিয়ো চলে গেলেন।

এবার প্রটিউস চারিদিক তাকিয়ে বললেন, মহারাজ, আমি যা আবিষ্কার করেছি বন্ধুত্বের নীতিতে তা গোপন করতেই আমাকে বলছে। আপনি আমার প্রতি যে দয়া দেখিয়েছেন, আমি তার যোগ্য নই। তবু আমার কর্তব্য আমাকে দংশন করছে সেকথা উচ্চারণ করতে। মহারাজ, শুনুন। স্যার ভ্যালেন্টাইন আমার বন্ধু। তিনি আজ রাতে আপনার কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন। আমাকে তিনি এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়েছেন। আমি জানি, আপনি থুরিয়োকে কন্যা সম্প্রদান করবেন। আর তাঁকে আপনার কন্যা ঘৃণাই করেন। আপনার কন্যাকে যদি এভাবে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়, আপনার এই বয়সে তা বড়ই বাজবে। তাই কর্তব্য হিসাবে আমার বন্ধুর প্রতি অবিচার করতে বসেছি। আপনার মাথায় দুঃখের ভার আমি চাপাতে চাইনে, তাতে আপনার মৃত্যুও হতে পারে।

রাজা শুনে স্তব্ধ হয়ে রইলেন, তারপর বললেন, ভদ্র প্রটিউস, আপনাকে ধন্যবাদ! আমিও ওদের প্রেম লক্ষ্য করেছি। আমাকে ওরা তখন ভেবেছে ঘুমে বিভোর। বহু সময়ে স্যার ভালেন্টাইনকে আমার দরবার থেকে নির্বাসিত করতে চেয়েছি, কিন্তু হয়তো আমার

ভুল, এই ভেবে নিরস্ত হয়েছি। শুধু-শুধু একজনকে অপরাধী করব, এই ভেবে চুপ করে গেছি। আমি তাই সাবধান হয়েছি। কন্যাকে রাতে একটা টাওয়ারে আবদ্ধ করে রাখি। তার চাবি থাকে আমার কাছে। সে তো কিছুতেই পালাতে পারবে না।

প্রটিউস বললে, কিন্তু ওরা এক ফন্দি এঁটেছে। ভ্যালেন্টাইন তাঁর বাতায়নে গিয়ে উঠবে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে, আর সেই সিঁড়ি দিয়েই তাঁকে নামিয়ে আনবে। এই পথেই প্রেমিক সেই সিঁড়ি নিয়ে আসবে। আপনি ইচ্ছা করেন তো, ধরতে পারেন। কিন্তু আপনাকে কৌশল করতে হবে। আমি এতে আছি, সে যেন না জানে। আপনার প্রতি ভক্তি আছে বলেই একাজ করেছি, বন্ধুর প্রতি ঘৃণায় নয়।

রাজা বললেন, না, সে জানতে পারবেনা যে, তুমি আমাকে কোন ইঙ্গিত দিয়েছ।

তাহলে আসি। ঐ স্যার ভ্যালেন্টাইন আসছেন!

প্রটিউস চলে গেলেন। আর বিপরীত দিক দিয়ে এসে ঢুকলেন ভ্যালেন্টাইন। রাজা তাঁকে দেখেই বললেন, স্যার ভ্যালেন্টাইন, এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছেন?

ভ্যালেন্টাইন চমকে উঠলেন, তারপর থমমতো খেয়ে বললেন, মহারাজ, একটি লোক অপেক্ষা করে আছে। সে আমার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে রওনা হবে। আমি সেই চিঠি দিতে যাচ্ছি।

চিঠি কি খুব জরুরী?

তারই উপরে আপনার দরবারে আসার সুখ নির্ভর করছে।

তা হোক গে! তবু একটু অপেক্ষা করুন! আমি একটি জরুরী ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। ব্যাপারটি গোপনীয়। আপনার কাছে বোধ হয় অজানা নেই—আমি আমার কন্যাকে থুরিয়োর হাতে সঁপে দিতে চাই।

ভ্যালেন্টাইন উত্তর দিলেন, তা আমি জানি মহারাজ। সম্বন্ধটি

ভাল। আর ভদ্রলোকও বহু গুণে গুণী। আপনি কি কন্যার মত করাতে পারছেন না?

না, রাজা বললেন, পারছিনে। কন্যা মুখ গোমরা করে থাকে। সে গর্বিতা, অবাধ্য; একগুয়ে। কর্তব্যবোধে তার অবহেলা! সে যে আমার কন্যা, একথা মানতে চায় না, আমি যে তার পিতা, সে কথাও না। ওর এই গর্বই আমার স্নেহ থেকে ওকে বঞ্চিত করেছে। আমি এবার একটি পত্নী গ্রহণ করব স্থির করেছি। যে ওকে চায়, তার হাতেই ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেব! তাহলে ওর সৌন্দর্যটুকুই তখন ওর বিবাহের পণ হবে, আমার সম্পদ ও পাবেনা।

ভ্যালেণ্টাইন বললেন, আমাকে এ বিষয়ে কি করতে বলেন মহারাজ?

রাজা বললেন, মিলানে এক কন্যা আছেন, তাঁকে আমি ভালবাসি কিন্তু তিনি বড় লাজুক। আমার বার্ধক্যের প্রেম নিবেদন তিনি শুনতে চান না। আমি আপনাকে সেখানে পাঠাতে চাই। আমি বহুদিন হল প্রেম নিবেদন করতে ভুলে গেছি। তা ছাড়া কালও বদলে গেছে। এখন কি করে তাঁর সেই প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টিতে পড়ব, এই আমার ভাবনা।

যদি তিনি কথা না শোনেন, তাহলে উপহার দেবেন, ভ্যালেণ্টাইন পরামর্শ দিলেন। ঐ যে মূক অলঙ্কার, তারা তো নীরব থেকে কথার চেয়ে বেশি কাজ করে, মেয়েদের হৃদয় গলায়।

কিন্তু তিনি তো উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ভ্যালেণ্টাইন বললেন, মেয়েরা যা ভালবাসে, তারই উপরে প্রায়ই ঘৃণা দেখায়। আর একটি উপহার পাঠান। ওঁকে ছাড়বেন না। ঘৃণা পয়লা এলে ভালবাসা জাঁকিয়ে ওঠে। যদি উনি ভ্রূকুটি করেন, আপনাকে ঘৃণা করে নয়। বরং আপনার ভালবাসা বাড়াবারই জন্যে। যদি ভর্ৎসনা করেন, আপনাকে দূর করে দেবার জন্যে নয়। কোন গালেই কাবু হবেন না! তাঁকে তোষামোদ করুন, স্তুতি করুন,

সৌন্দর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠুন। যদি উনি কৃষ্ণবর্ণাও হন, বলুন, দেবদূতীর মতো তোমার মুখখানি। যে মানুষের জিভ স্ত্রীলোককে জয় করতে পারলে না, সে তো জিভই নয়!

কিন্তু উনি যে একটি তরুণকে ভালবেসেছেন, তাই পুরুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলেন। তাঁর কাছে দিনের বেলা কোন পুরুষ ঘেঁসতে পারে না।

দিনের বেলা না পারেন, রাতে যান।

কিন্তু দরজায় চাবি বন্ধ থাকে, চাবি রাখা হয় লুকিয়ে। রাতেও কেউ যেতে পারেনা।

জানালা দিয়ে ঢুকলেই হয়।

কিন্তু বড় উঁচুতে তাঁর কক্ষ, আর এমন ভাবে তৈরী যে, সেখানে কেউ উঠতে পারেনা। উঠতে গেলে জীবন বিপন্ন হবার সম্ভাবনা।

ভ্যালেণ্টাইন অমনি নিজের রহস্য ফাঁস করে দিলেন। বললেন, তাহলে দড়ির সিঁড়ি ব্যবহার করুন। আঙটা থাকবে সিঁড়ির সঙ্গে। সেই সিঁড়ি ছুঁড়ে দিলেই আঙটা জানালার সঙ্গে আটকে যাবে।

রাজা এবার বললেন, আপনি ভদ্র যুবক, আপনি বলুন—কোথায় এ সিঁড়ি মিলবে?

কখন ব্যবহার করবেন বলুন?

আজ রাতেই। ভালবাসা তো শিশুর মতো। যাকে পায়, তাকেই আঁকড়ে ধরে।

সাতটার সময় আমি আপনাকে অমনি একটি সিঁড়ি এনে দেব।

রাজা বললেন, কিন্তু একটা কথা। আমি একা তাঁর কাছে যাব, কি করে সিঁড়ি বয়ে নিয়ে যাব?

সিঁড়ি তো হালকা, আপনি নিজেই বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। জোব্বার আড়ালে স্বচ্ছন্দে লুকিয়ে নিতে পারবেন।

তাহলে মস্ত জোব্বা চাই!

হাঁ, মহারাজ।

আপনার জোব্বাটা দেখি। ঐ মাপে আমিও একটা তৈরি করতে দেব।

মহারাজ, আপনার কাজ আমার জোব্বায়ই সারা যাবে।

রাজা বললেন, কি করে জোব্বা পরব আমাকে দেখিয়ে দিন! আপনার জোব্বাটা পরিয়ে দিয়ে দেখুন!

এই বলে তিনি ভ্যালেন্টাইনের জোব্বা ধরে টানলেন। জোব্বা খুলে গেল। একখানা চিঠি পড়ে গেল।

রাজা বলে উঠলেন, এ কার চিঠি? সিলভিয়াকে? দেখি—সীল-মোহর ভেঙে চিঠি পড়ে দেখি!

তিনি পড়তে লাগলেন—

আমার ভাবনা থাকে রাতে
সিলভিয়ার সঙ্গে,
আমার তারা দাস, তাদের পাঠাই।
হায়, যদি ঐ দাসদের মতো পারতো
তাদের মনিব উড়ে যেতে!
ওরা যেখানে ছড়িয়ে, লুটিয়ে পড়েছে,
সেখানে গিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারত!
আমার ভাবনার মতো যদি লুটিয়ে
পড়তে পারতাম তোমার বুকে!
আমি তো আমার কিংকরের ভাগ্যই চাই;
ওদের পাঠাই বলে অভিশাপ দিই।
সিলভিয়া, আজ রাতে আমি তোমাকে মুক্তি দেব।

মহারাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দড়ির সিঁড়িও বেরিয়ে পড়েছে। তিনি বললেন, ওরে মুর্খ—নক্ষত্র আলো দেয় বলে কি তাকে কামনা করা যায়? ওরে নীচ, ওরে ঘৃণ্য! তোর যোগ্যা সঙ্গিনী খুঁজে নে। আমার ধৈর্য আছে বলেই তুই চলে যেতে পারছিস্। আমাকে এর জন্যে ধন্যবাদ দে! আমি তোকে সময় দিচ্ছি, চলে যা! তোর

ওযুহাত আমি শুনব না! তুই তোর জীবনকে ভালবাসিস, সেই জীবনের মায়ায় এখান থেকে পালা! রাজা এই বলে চলে গেলেন।

ভ্যালেন্টাইন বলে উঠলেন, জীবনের এই যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুই তো ভাল। মৃত্যু হলে তো নিজের কাছ থেকে নির্বাসিত হলাম। সিলভিয়া তো আমারই সত্তা। তাঁর কাছ থেকে নির্বাসন তো নিজের আত্মার কাছ থেকেই নির্বাসন। এ তো মৃত্যুময় নির্বাসন। আলো আলো নয়, সিলভিয়াকে যদি না দেখি! আনন্দ আনন্দ নয়, সিলভিয়া যদি কাছে না থাকেন! নাইটিঙ্গেলের গানে তো মধু নেই, সিলভিয়া যদি রাতে কাছে না থাকেন! সিলভিয়াকে যদি দিনে না দেখি, দিন তো আমার কাছে দিন নয়। তিনি আমার অন্তরের সার বস্তু। আমি এখানে থাকব, মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়াব। আর যদি পালাই, জীবনের কাছ থেকে পালাব।

প্রটিউস আর লন্স এসে প্রবেশ করলেন।

প্রটিউস বললেন, লন্স, যাও, যাও, তাকে খুঁজে বের কর!

লন্স বললে, ঐ যে ভ্যালেন্টাইন-মোশায়!

কে—ভ্যালেন্টাইন? প্রটিউস যেন তাঁকে হঠাৎ দেখলেন।

ভ্যালেন্টাইন বললেন, না, আমি ভ্যালেন্টাইন নই।

তবে কি তার আত্মা!

না।

তাহলে!

কিছু না।

লন্স বললে, মোশায়ের যেমন কথা! কিছু-না আবার কথা বলে নাকি! হুজুর, আমি কি কিছু-নাকে এক ঘা কষিয়ে দেব?

প্রটিউস বললেন—কাকে দিবি?

কিছু-নাকে?

লন্স ভ্যালেন্টাইনকে এক ঘা কষিয়ে দিলে।

প্রটিউস বাধা দিলেন, থাম্ থাম!

লন্স বলে; আমি তো কিছু-নাকে এক ঘা কষিয়েছি।

প্রটিউস কাছে গিয়ে বললেন, বন্ধু ভ্যালেন্টাইন, একটা কথা আছে।

ভ্যালেন্টাইন বললেন, আমার কান বন্ধ, আমি সুখবর শুনতে পারব না। আমাকে তো দুঃখ ছেয়ে ফেলেছে।

তাহলে আমিও আমার খবর বলব না, প্রটিউস বললেন। নীরব হয়ে থাকব। সে খবর তো খারাপ, বেসুরো— মন্দ।

সিলভিয়া কি মৃতা? ভ্যালেন্টাইন শুধালেন।

না, ভ্যালেন্টাইন।

তিনি কি আমাকে ত্যাগ করেছেন?

না।

তাহলে কি খবর?

লন্স বললে, মোশাই, আপনার নির্বাসনের হুকুম জারী হয়ে গেছে।

হাঁ, তুমি নির্বাসিত, প্রটিউস বললেন।

আগেই এ দুঃখ সয়েছি। আমার সিলভিয়া কি জানেন, আমি নির্বাসিত?

প্রটিউস বললেন, হাঁ, তিনি জানেন। এক যেন গলন্ত মাণিকের সাগর তিনি! কেউ বলে সে তো অশ্রু—কিন্তু আমি বলি গলন্ত মাণিক। তিনি সেই বর্বর পিতার পায়ে পড়লেন, হাত মোচড়ালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। নির্দয় পিতা গললেন না। তিনি তাঁকে বন্ধঘরে বন্দী করে রাখতে আদেশ দিলেন। তুমি কেঁদো না। সময়ে সব আরাম হয়ে যাবে। এখানে থাকলেও তোমার প্রিয়াকে তুমি দেখতে পাবে না। আর থাকলে তোমার জীবনও যাবে। আশাই তো প্রেমিকের অবলম্বন, তার হাতের নড়ি। তুমি সেই নড়ি নিয়ে চলে যাও। তুমি এখানে না এলেও তোমার চিঠি তো আসবে। আমার কাছে লিখলে, আমি তা বিলি করে দেব। তোমার প্রিয়ার

দুগ্ধ-শুভ্র বুকে গিয়ে তা ঠাঁই পাবে। চল, তোমাকে নগর তোরণের বাইরে রেখে আসি।

ভ্যালেন্টাইন লন্সকে বললেন, লন্স, আমার ভৃত্যটিকে যদি দেখ, তাকে বোলো—আমি নগরের উত্তর তোরণে আছি।

প্রটিউস বললেন, লন্স, যা, খুঁজে দেখ গে। চল বন্ধু।

ভ্যালেন্টাইন একবার বলে উঠলেন, প্রিয়া সিলভিয়া, প্রিয়া। তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হতভাগ্য ভ্যালেন্টাইন।

প্রটিউসের সঙ্গে তিনি চলে গেলেন।

লন্স ব্যাপারটা আঁচ করেছে। সে ধূর্ত্ত। তার প্রভু যে শঠতা করেছেন, তাঁর বন্ধুরই সঙ্গে শঠতা করেছেন, তা বুঝতে তার বাকি নেই। সে নিজেও প্রেমিক, কিন্তু এক পাল ঘোড়া এসে টানা-হেঁচড়া করলেও তার প্রিয়ার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এক গোয়ালিনী তার প্রেমিকা। সে তার কথাই ভাবছে। এমন সময়ে এসে ঢুকল স্পীড।

স্পীড ঢুকেই বললে, কি গো লন্স, তোমার মনিবের খপর কি?

কালো খপর।

কেমন কালো?

দোয়াতের কালির মতো কালো।

তারপরে তার প্রেমিকাকে নিয়ে দুজনের মধ্যে রসিকতা শুরু হয়ে গেল।

গোয়ালিনী দুধ দোয় ভাল, মদ জ্বাল দেয় ভাল, চোলাই করেও ভাল, আবার কাপড় কাচতেও পারে। তারপরে মুখখানাও তার সুন্দর।

কিন্তু স্পীড সে কথা মেনে নেয় না। সে বলে, মুখ সুন্দর হলে কি হবে, মুখে আছে দুর্গন্ধ। তার দাঁত নেই। তার যত চুল, ততো বুদ্ধি নেই। মাথার চুলের চেয়ে তার দোষ ঢের বেশি।

লন্স গুণের তালিকা তৈরি করেছে, সেটি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে।

সে তাই বললে, থাম, থাম! আমার তাকে চাই। সে আমার! কি বললে, চুল বুদ্ধির চেয়ে বেশি? হয়তো তাই। নূনের মোড়ক নূনকে ঢেকে রাখে, তাই মোড়ক নূনের চেয়ে ঢের দামি। বুদ্ধিকে চুল ছেয়ে রাখে, তাই বুদ্ধির চেয়ে চুল বেশি।

তারপর যত চুল, তার চেয়ে দোষ ঢের বেশি।

চুপ, চুপ! হোক গে যাচ্ছেতাই, আমি তাকে বিয়ে করব, ভালবাসব।

তারপর? স্পাড বললে।

তারপর আর কি, তোমার মনিব উত্তরের ফটকে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।

আমার জন্যে?

হ্যাঁ তোমারই জন্যে।

তাহলে তাঁর কাছে আর আমাকে যেতে হবে না বোধহয়!

ছুটে যাও! বড় বেশি দেরী করে ফেলেছ!

আমাকে আগে বলনি কেন! তোমার প্রেমপত্তর চুলোয় যাক!

স্পীড ছুটল।

লোকটা ভারি পাজি! লন্স বললে। তারপর সেও চলে গেল।

॥ দুই ॥

মিলানের রাজপ্রাসাদ। একটি কক্ষে থুরিয়ো আর রাজাকে দেখা যাচ্ছে। রাজা বললেন, থুরিয়ো, ভয় পাবেন না। আপনাকে আমার কন্যা ভালবাসবেন। ভ্যালেন্টাইন তো এখন তাঁর দৃষ্টি থেকে নির্বাসিত।

থুরিয়ো বললেন, তার নির্বাসনের পর থেকে সুন্দরী সিলভিয়া আমাকে ঘৃণা করছেন। তিনি আমার সঙ্গ এড়িয়ে চলছেন, আমাকে দেখলেই রেগে ওঠেন। আমি তো সিলভিয়া-লাভের আশা ছেড়ে দিয়েছি।

রাজা বললেন, ভালবাসা দুর্বল হলে সে যেন তুষারে গড়া মূর্তি—একঘণ্টা তাপ লাগলেই জল হয়ে যায়, মূর্তির আকার গলে যায়। তা একটু সময় নেবে। ঐ যে ভ্যালেন্টাইনের জন্য, তুষারীভূত ভাবনা, তা ভুলে যাবে।

প্রটিউস এইবার এসে প্রবেশ করলেন।

কি খবর প্রটিউস? আপনার স্বদেশবাসী কি নির্বাসনের আদেশ জারী হতেই চলে গেছে?

হ্যাঁ, মহারাজ।

তাই আমার কন্যার মনে দুঃখ।

ক'দিন পরেই সে দুঃখ তিনি ভুলে যাবেন মহারাজ।

রাজা বললেন আমারও তাই মনে হয়! কিন্তু থুরিয়ো তা মনে করেন না প্রটিউস। আপনার সঙ্গে আমার পরামর্শ করা দরকার। আপনি তো জানেন, আমি স্যার থুরিয়োর সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ দিতে চাই।

জানি মহারাজ।

আপনি এও জানেন, আমার কন্যা এই বিবাহের বিরুদ্ধে।

প্রটিউস বললেন, ভ্যালেন্টাইন যখন ছিলেন, তখন বিরুদ্ধেই ছিলেন।

এখনো আছে। কিন্তু কি করে আমরা ভ্যালেন্টাইনের প্রতি প্রেম ভুলিয়ে দিয়ে থুরিয়োর দিকে তাকে আকৃষ্ট করি?

প্রটিউস বললেন, ভ্যালেন্টাইনেব নিন্দা করাই সেরা উপায়। তাকে মিথ্যাবাদী, ভীরু, হীনবংশ জাত বলে বর্ণনা করুন। মেয়েরা এই তিনটি জিনিসই সবচেয়ে ঘৃণা করেন।

রাজা বললেন, কিন্তু সে ভাববে, আমরা ঘৃণা করে একথা বলছি।

যদি তার শত্রু একথা বলে, তা ভাববেন বইকি। কিন্তু যদি বন্ধু বলেন।

রাজা বললেন, আপনাকে ভ্যালেন্টাইনের বন্ধু হয়ে তাকে নিন্দা করার ভার নিতে হবে।

প্রটিউস আনন্দে অধীর, কিন্তু ভান করে বললেন, আমি এ-কাজ পারব না। ভদ্রলোকের এ-কাজ নয়। বিশেষ করে বন্ধুর বিরুদ্ধে তো বটেই।

রাজা বললেন, আপনার সুপরামর্শ যখন তার মতি ফেরাতে পারে নি, আপনার নিন্দাও তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আপনি এই বন্ধুর কাজটুকু করুন।

প্রটিউস বললেন, মহারাজ আপনি আমাকে পীড়াপীড়ি করছেন। যদি এ কাজ করি, রাজকুমারী আর তাকে ভালবাসবেন না। কিন্তু ভ্যালেন্টাইনের ভালবাসার আগাছা না হয় উপড়ে ফেললাম, এর থেকে তো এই প্রমাণ হয় না যে, উনি থুরিয়োকে ভালবাসেন।

থুরিয়ো বললেন, মহাশয়, আপনি আমার আবেদন জানাবেন। আমার প্রশংসা করবেন, আর ভ্যালেন্টাইনের নিন্দা করবেন।

রাজা বললেন, ভদ্র প্রটিউস, আপনার উপরে আমরা নির্ভর করে রইলাম। আমরা ভ্যালেন্টাইনের কাছে শুনেছি, আপনি প্রেমের একনিষ্ঠ পূজারী। আপনি তো নিজের মন বদলাবেন না। আর এই সুবাদেই আপনি সিলভিয়ার দরবারে প্রবেশ অধিকার পেলেন।

সিলভিয়া এখন বিষণ্ণ, আপনাকে দেখলে খুশিই হবে। আপনি তাকে বোঝাবেন, যাতে সে ভ্যালেন্টাইনকে ঘৃণা করে আর আমাদের এই প্রিয় পাত্রটিকে ভালবাসে।

প্রটিউস বললেন, আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কিন্তু থুরিয়ো তো তেমন বুদ্ধিমান নন। থুরিয়ো, আপনি এর মধ্যে শোকের চতুর্দশপদী কবিতা লিখুন, তাতে প্রেমের প্রতিজ্ঞার কথা বলুন।

রাজা বললেন, কবিতার শক্তি তো অপূর্ব!

প্রটিউস বললেন, আপনি তাঁর সৌন্দর্যের বেদীতে নিজের অশ্রু উপহার দিন, আপনার দীর্ঘনিঃশ্বাস, আপনার হৃদয় নিবেদন করুন! যতক্ষণ না আপনার দোয়াতের কালি শুকিয়ে আসে, ততক্ষণ লিখুন! চোখের জলে তাকে আবার ভিজিয়ে নিন। কয়েকটি আবেগভরা ছত্র লিখে ফেলুন। জানেন তো, অরফিউসের বীণা কবির হৃদয়ের শিরা দিয়ে তৈরি হয়ে ছিল, তাই তার সোনার স্পর্শে ইস্পাত আর পাথরও গলে যেত। বাঘকে পোষ মানাত, বড় বড় সামুদ্রিক জীব অতল ছেড়ে উঠে এসে নাচত। শোকগাথা লিখুন, তার পরে যান চলে রাতে তাঁর বাতায়নে! বীণা বাজিয়ে বিবাহের গাথা গাইতে থাকুন, রাত্রির নিস্তব্ধতায় সে দুঃখ ঝরে পড়ুক।

রাজা বললেন, ভদ্র প্রটিউস, এর থেকেই বোঝা যায়, আপনি প্রেমে পড়েছেন।

থুরিয়ো বললেন, আমি আজ রাতেই আপনার পরামর্শ-মতো কাজ করবো। প্রটিউস আপনি আমার পরামর্শদাতা। চলুন, নগরে যাই। সেখানে গিয়ে কোন সঙ্গীতজ্ঞকে খুঁজে বের করি। একটা চতুদর্শপদী কবিতা লিখিয়ে নিয়ে আপনার পরামর্শ মতো কাজ করি।

রাজা বললেন, হ্যাঁ, তাই করুন আপনারা!

প্রটিউস বললেন, আমরা মহারাজের সঙ্গে থাকব কিছুক্ষণ, তার পরে কাজে বেরুব।

তাঁরা চলে গেলেন।

চতুর্থ অঙ্ক

॥ এক ॥

মান্তুয়ার সীমান্ত। সীমান্তে এক বন। এই বনে ঘুরে বেড়ায় নির্বাসিতের দল। তারা আইন ভঙ্গ করেছে, সমাজ-জীবন থেকে তারা ফেরারী। এই বনে কয়েকজন এমনি নির্বাসিত মানুষকে দেখা গেল। এরা দাগী আসামী। এরা দূর থেকে ভ্যালেণ্টাইনও স্পীডকে আসতে দেখে তৈরি হয়েছে। এবার ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, লুটে নেবে ধন-সম্পদ।

ভ্যালেণ্টাইন স্পীড-সহ এবার এসে ঢুকলেন।

একজন ফেরারী বলে উঠল, মশায়, স্থির হয়ে দাঁড়ান! নড়বেন-চড়বেন না। আপনার কাছে যা আছে ছুঁড়ে দিন! তা না দিলে আমরা গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হব।

স্পাড ভ্যালেণ্টাইনের দিকে তাকিয়ে বললে, কর্তা আর উপায় নেই! এরা লুটেরা। এদের ভয়ে পথিকরা তটস্থ।

ভ্যালেণ্টাইন তাদের উদেশ্য করে বললেন, বন্ধুগণ—

প্রথম ফেরারী বললে, না, না, মোশাই আমরা দোস্ত নই—আপনার দুষমন।

দ্বিতীয় ফেরারী বাধা দিলে, চুপ, চুপ! আগে মোশায় কি বলেন, শুনতে দে না।

তৃতীয় ফেরারী বললে, লোকটাকে ভাল বলে মনে হচ্ছে, শুনতে দে না।

ভ্যালেণ্টাইন বললেন, আমার কাছে লুটে নেবার সামান্য সম্পদই আছে। আমি দুর্দশায় পতিত মানুষ। আমার সম্বলের মধ্যে এই যা দেহ। এই দেহ যদি তোমরা নিয়ে নাও, আমাকেও নেবে।

দ্বিতীয় ফেরারী বললে, আপনি চলেছেন কোথায়?

ভেরোনায়।

কোথা থেকে আসছেন ?

মিলান থেকে।

বহুদিন ছিলেন না কি সেখানে ?

ষোলো মাস ছিলাম। আরো থাকতাম, যদি ভাগ্য না বিরূপ হতেন।

প্রথম ফেরারী শুধালে, আপনি তাহলে নির্বাসিত ?

হ্যাঁ, উত্তর দিলেন ভ্যালেন্টাইন।

দ্বিতীয় শুধালে, মোশাইয়ের অপরাধটা কি ?

ভ্যালেন্টাইন এবার মিছে কথাই বললেন, আমি একজনকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেছি—কোন বিশ্বাসঘাতকার আশ্রয় নিই নি। ন্যায় যুদ্ধ কবেছি—তাই আমার অপরাধ।

প্রথম ফেরারী বললে, এমন দোষ করলে মোশায়, আমরা অনুতাপে পুড়ে মরতাম না। আপনার এ দোষ তো তুচ্ছ !

হাঁ, তুচ্ছ।

মোশাই একটা কথা আছে, প্রথম বললে। আপনি আমাদের রাজা হোন।

স্পীড বললে, হুজুর, এদের দলে ভিড়ে যান। এতে মান আছে।

চুপ, ভ্যালেন্টাইন ধমক দিলেন।

তৃতীয় বললে, শুনুন, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভদ্দর লোক, যুবা বয়সে তারা পাজী-বদমাসের সঙ্গে মিশে পাপ পথে যায়। এই তো আমি—ভেরোনা থেকে আমি নির্বাসিত। রাজার আত্মীয়া এক ভদ্রমহিলাকে চুরি করতে গিয়ে আমার এই দশা।

দ্বিতীয় বললে, আমারও মশায়, এমনি একটা তুচ্ছ দোষ। আপনি মশাই দেখতে ভাল, আবার আপনার কথায় বুঝলাম, ক'টা ভাষাও জানেন। এমন লোকের তো আমাদের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় বললে, আপনি নির্বাসিত বলেই আপনার সঙ্গে কথা

বলছি, আপনি আমাদের সেনাপতি হবেন! দরবারে আপনার গুণাবলী পাঠাবেন আর আমাদের মতোই এই বনে থাকবেন।

তৃতীয় বললে, কি বলেন, আমাদের সঙ্গী হবেন? আমাদের সর্দার হবেন? আমরা আপনাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করব, আপনার শাসনে থাকব। আপনাকে আমাদের সেনাপতির মতো, রাজার মতো ভালবাসব।

প্রথম বললে, যদি আমাদের প্রস্তাবে কান না দেন, আপনাকে আমরা খতম করে দেব।

দ্বিতীয় বললে, আমরা যা দিতে চাই, তা নিয়ে বেঁচে থেকে দেমাক করতে দেব না।

ভ্যালেন্টাইন এতক্ষণ কথা বলেননি, এবার বললেন, আপনাদের প্রস্তাবে আমি রাজী। আপনাদের সঙ্গেই আমি থাকব। কিন্তু একটা কথা, আপনারা নারী বা গরীব পথিকের উপর অত্যাচার করতে পারবেন না।

তৃতীয় বললে, না, না, ওসব কাজে আমাদের ঘেন্না। চলুন, আমাদের সঙ্গে চলুন! আমাদের দলবলের কাছে নিয়ে যাই, গিয়ে দেখাই আমাদের ধনদৌলত। সে তো এখন আপনারই।

তারা রাজা পেয়েছে, সর্দার পেয়েছে, ভ্যালেন্টাইনকে নিয়ে তারা নাচতে নাচতে চলে গেল।

॥ দুই ॥

মিলানে আবার দৃশ্য বদলাল।

রাত্রি।

রাজপ্রাসাদ মাথা উঁচু করে আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপ্রাসাদের মিনারে রাজকুমারী সিলভিয়ার বাতায়ন দেখা যাচ্ছে। রুদ্ধ নয় বাতায়ন, আলোর একটু চিল্‌তে এসে পড়েছে বাতায়ন থেকে। আলোর পেন্সিলের একটি রেখা। সেই বাতায়ন তলে প্রটিউস একা দাঁড়িয়ে আছেন।

প্রটিউস বাতায়নের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভ্যালেণ্টাইনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি, এবার থুরিয়োর প্রতিও করব। তার আবেদন জানাতে গিয়ে আমার প্রেম নিবেদন করব। কিন্তু সিলভিয়া বড়ই সুন্দরী, বড়ই পবিত্রা, তাকে কলঙ্কিতা করতে তো মন সাড়া দেয় না। যখন আমি তাঁকে জানাব আমার ভালোবাসা, উনি অমনি বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে ধরে নেবেন। যখন তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসা করব, উনি অমনি বলবেন, আমার বাকদানের কথা। জুলিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি সেকথা; এতে প্রেমিকের কি আশা থাকে! কিন্তু স্প্যানিয়েল-কুকুরের মতো, যত লাথি খাব, তত আমার ভালবাসা বেড়ে যাবে। ঐ তো থুরিয়ো আসছে! এবার আমরা সুন্দরীকে শোনাব প্রেমসংগীত।

থুরিয়ো ও গায়কের দল প্রবেশ করলেন।

থুরিয়ো তাঁকে দেখে বললেন, আমাদের আগেই স্যার প্রটিউস যে এসে পড়েছেন!

প্রটিউস বললেন, থুরিয়ো, আপনি তো জানেন, প্রেম এমনি করেই গুড়ি মেরে আসে। সে যদি না আসে, তা হলে তো তার কাজ মাটি।

থুরিয়ো বললেন, কিন্তু আপনার প্রেম এখানে নয় নিশ্চয়ই!

হাঁ, এখানেই। নয়তো এখান থেকে চলে যেতাম।

থুরিয়ো অবাক হয়ে শুধালেন, আপনার প্রেমিকা কে? সিলভিয়া?

প্রটিউস রঙ্গ করে বললেন, হাঁ, সিলভিয়া! আপনার খাতিরে সিলভিয়া বই কি!

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন স্যার থুরিয়ো, আপনাকে ধন্যবাদ মহাশয়! মশাইরা এবার আসুন, যন্ত্রের তার বাঁধুন!

দূরে জুলিয়া পুরুষের বেশে প্রবেশ করলেন। তাঁর নাম এখন সেবাস্তিয়ান, তাঁর সঙ্গে সেখানে তিনি আস্তানা গেড়েছেন, সেই গৃহের মালিকও আছেন।

গৃহের মালিক বললেন, আমার তরুণ অতিথিটি দেখছি এখনো বিষণ্ণ।

সেবাস্তিয়ানবেশী জুলিয়া বললেন, আমিতো আনন্দে উছলে উঠতে পারছিনে!

আরে, আমরা আপনাকে আনন্দে উছলে উঠিয়ে তবে ছাড়ব। আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি। এখানে গান-বাজনা শুনবেন। আর যে ভদ্দরলোকটির দেখা পেতে চান, তার দেখাও পাবেন।

পাব—তাঁর দেখা পাব—তাঁর কথা শুনব? জুলিয়া বলে উঠলেন।

হাঁ, পাবেন।

সেই তো আমার কাছে গান।

বাজনা শুরু হল।

গৃহকর্তা বললেন, শুনুন, শুনুন!

জুলিয়া শুধালেন—উনি কি এখানে আছেন?

আছেন; কিন্তু দোহাই আপনার, চুপ করুন! শুনতে দিন।

বাজনার সঙ্গে সঙ্গে গান শুরু হল। সিলভিয়াকে নিয়ে লেখা গান।

সিলভিয়া কে ? সে কে ?

যাকে নিয়ে আমাদের কবিরা রচেন গান ?

পবিত্রা, সুন্দরী, বুদ্ধিমতি তিনি

স্বর্গ দিয়েছে তাঁকে সুষমা

যাতে মানুষ

ধন্য ধন্য করে।

তিনি যেমন রূপবতী তেমনি দয়াশীলা !

রূপ তো দয়ার সঙ্গে থাকে।

প্রেম তো তাঁর চোখের আলো পেয়ে

দৃষ্টি পেলো। আর তাইতো—

প্রেম তাঁর চোখে ঠাঁই নিলে।

তাহলে এস, সিলভিয়ার গুণগান গাই !

সিলভিয়া তো অতুলনা,

মর্ত্যে অতুলনা!

এস তাঁকে মালা পরিয়ে দিই !

গৃহের মালিক দেখলেন গানশুনে সিবাস্তিয়ানবেশী জুলিয়া যেন আরো ম্লান হয়ে গেছেন। তিনি বললেন,

একি, আপনি যে আরো মুষড়ে পড়লেন ! আপনি কি গান ভালবাসেন না ?

জুলিয়া বললেন, আপনার ভুল। গায়ক আমাকে ভালবাসেন না।

কেন—তরুণ ?

তিনি শঠতা করেছেন।

কেমন করে ? তারে বুঝি বেসুরো বাজিয়েছে ?

না, না, জুলিয়া বললেন, এমন শঠ সে যে, আমার হৃদয়ের তারে দিয়েছে আঘাত।

গৃহের মালিক বললেন, তরুণ, তোমার কান আছে বটে !

জুলিয়া বললেন, এর চেয়ে যে কালা হওয়া ভাল ছিল। আমার বুকে যে ধুকধুকানি।

তাহলে দেখছি, গান তোমার ভাল লাগে না।

এমন বেসুরো বোল বললে কি করে লাগে ?

শোন, শোন, কি চমৎকার। কেমন বদলে গেল সুর।

ও-সুর তো ভাল লাগল না।

তুমি বুঝি চাও—এক সুরই বাজাক্।

জুলিয়া বললেন, আমার শুধু এক সুরই পছন্দ। কিন্তু হে আমার আশ্রয়দাতা, এই কি স্যার প্রটিউস ? ইনি কি এই ভদ্রমহিলাটির কাছে রোজ আসেন ?

গৃহকর্তা উত্তর দিলেন, ওঁর নোকর লন্স তো সেকথা বলে। উনি নাকি রাজকুমারীকে ভালবাসেন।

লন্স কোথায় ?

তার কুকুর খুঁজতে গেছে। ঐ কুকুরটি রাজকুমারীকে নাকি তার মনিব উপহার দেবেন।

জুলিয়া শুনে আহত হলেন, বললেন, থামুন! ঐ ওঁরা চলে যাচ্ছেন। আসুন, সরে দাঁড়াই।

প্রটিউস থুরিয়োর সঙ্গে এগিয়ে এসে বললেন, ভয় পাবেন না। আমি এমন ওকালতি করব যে, আপনি আমার কৌশল দেখে চমৎকৃত হবেন।

কোথায় দেখা হবে ? থুরিয়ো শুধালেন।

সন্ত গ্রেগরীর কুপের কাছে।

আচ্ছা, আসি—

থুরিয়ো গায়ক বাদকদের নিয়ে চলে গেলেন। এবার বাতায়নে এসে দাঁড়ালেন সিলভিয়া।

প্রটিউস উপর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার সম্ভাষণ গ্রহণ করুন রাজকুমারী!

সিলভিয়া বললেন, আপনাদের সঙ্গীতের জন্য ধন্যবাদ। আপনি কে কথা বলছেন ?

প্রটিউস উত্তর দিলেন, রাজকুমারী, এমন একজন মানুষ, যার পবিত্র হৃদয়ের সত্য জানলে তবে তার স্বর শুনে চিনতে পারবেন।

স্যার প্রটিউস নিশ্চয়।

হাঁ, রাজকুমারী, স্যার প্রটিউস, আপনার দাস।

আপনার অভিপ্রায় কি ?

আপনার হৃদয়লাভ।

সিলভিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, আপনি চলে যান। শঠ বন্ধু, প্রতারক। আমাকে কি এমন অপদার্থ ভেবেছ যে, তোষামোদে ভুলব। তোমার ঐ শঠতায় ক'জনকে ভুলিয়েছ স্যার প্রটিউস—বল। চলে যাও, চলে গিয়ে প্রেমের ক্ষতিপূরণ কর। আমার কথা শোন—ঐ যে রাতের চন্দ্র, ঐ চন্দ্রকে সাক্ষী রেখে বলছি—আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি। তোমার সঙ্গে যে এতক্ষণ কথা কয়েছি, এর জন্যে নিজেকে গাল দিই।

প্রটিউস বললেন, রাজকুমারী, আমি এক নারীকে ভালবাসতাম, কিন্তু তিনি মৃতা।

জুলিয়া অন্তরাল থেকে বলে উঠলেন, তিনি মৃতা বটেন, কিন্তু এখনো কবরে যান নি।

সিলভিয়া বললেন, বেশ তো! কিন্তু ভ্যালেন্টাইন তো আপনার বন্ধু। তিনি তো জীবিত: আপনি তো জানেন, আমি তাঁর বাগদত্তা। আপনার কি লজ্জা নেই এই আবেদনে তাঁকে অপমান করতে।

আমি শুনেছি, প্রটিউস বললেন, ভ্যালেন্টাইন মৃত।

আমিও মৃতা। তাঁর কবরে আমার ভালবাসারও সমাধি হয়েছে।

প্রটিউস বললেন, আমাকে তা মাটি খুঁড়ে তুলতে দিন।

সিলভিয়া বললেন, আপনার প্রিয়ার সমাধি-মন্দিরে গিয়ে তাঁকে ডাকুন। আর সেখানে নিজের সমাধি রচনা করুন।

জুলিয়া অন্তরাল থেকে শুনে বললেন, ওকথা ঐ পুরুষ তো শুনবে না রাজকুমারী।

প্রটিউস সত্যিই শুনলেন না। তিনি বললেন, কুমারী, আপনার হৃদয় যদি এমন একগুঁয়ে হয়, তাহলে আপনার ঘরে যে ছবিখানি টাঙানো আছে, সেখানি আমাকে দিন। আমি সেই ছবির সঙ্গে কথা বলব। আমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলব, কাঁদব। যখন কায়াকে পেলাম না, ছায়া নিয়েই চালাব। আপনার ছায়াকে আমি প্রকৃত প্রেম নিবেদন করব।

জুলিয়া আপন মনে বললেন, যদি সত্য কায়াই পাও, তুমি তো তার সঙ্গেও প্রতারণা করবে। তাঁকে ছায়ায় পরিণত করবে। ঠিক আমারই মতো হবে তার দশা।

সিলভিয়া বলে উঠলেন, আপনার পূজার বিগ্রহ হতে আমি চাই না। কিন্তু আপনি যেমন শঠ, তেমনি ছায়া-পূজাই আপনার উচিত। আপনি সকালে আমার কাছে লোক পাঠাবেন, আমি তার হাতে পাঠিয়ে দেব। এখন চলে যান।

প্রটিউস বলে উঠলেন, আমি যেন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতভাগ্য, ভোরেই যার প্রাণদণ্ড হবে।

প্রটিউস চলে গেলেন, সিলভিয়াকেও আর বাতায়নে দেখা গেল না।

জুলিয়া গৃহকর্তাকে বললেন, আপনি কি বাড়ি যাবেন?

তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বসে বসে, আচমকা জেগে উঠে বললেন, উঃ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জুলিয়া বললেন, স্যার প্রটিউস কোথায়?

আমার মনে হয় আমার বাড়িতে আছেন। আমার তো মনে হয় রাত পুইয়ে এল।

না, না, দীর্ঘ রাত্রি ফিরে এল।

।। তিন ।।

রাজ প্রাসাদের সম্মুখভাগের পথ।

কাল রাত্রি।

এগ্‌লামোর পা টিপে টিপে এলেন। তিনি সিলভিয়ার অনুরক্ত। তাঁর পলায়নের ব্যবস্থা করে দেবেন।

এগ্‌লামোর একবার আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, এই সময়েই রাজকুমারী সিলভিয়া আমাকে আসতে বলেছিলেন। তিনি নাকি আমাকে এক গোপন কাজে নিযুক্ত করবেন।

একবার চারিদিকে দেখলেন, তারপরে রুদ্ধ বাতায়নের দিকে তাকিয়ে ডাকলেন,

রাজকুমারী! রাজকুমারী!

রুদ্ধ বাতায়ন খুলে গেল। সিলভিয়াকে সেখানে দেখা যাচ্ছে।

কে ডাকে? সিলভিয়া শুধালেন।

আপনার দাস, আপনার বন্ধু, এগ্‌লামোর বললেন।

স্বর শুনে চিনতে পারলেন। সিলভিয়া বললেন, কে স্যার এগ্‌লামোর! আপনাকে সহস্রবার সুপ্রভাত জানাই!

আপনাকেও জানাই রাজকুমারী, আমি আপনার আহ্বানে ছুটে এসেছি। আমাকে আপনার কি আদেশ? এগ্‌লামোর শুধালেন।

এগ্‌লামোর, রাজকুমারী সিলভিয়া বললেন, আপনি ভদ্রলোক। আমি তোষামোদ করছিনে। আপনি তো জানেন, নির্ব্বাসিত ভ্যালেটাইনকে আমি কত ভালবাসতাম। এখন আমার পিতা চান ঐ থুরিয়োর সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে। ওকে আমি ঘৃণা করি। আপনি ভালবেসেছেন, আপনাকে বলতে শুনেছি, আপনার প্রেমিকা মারা যেতে আপনার হৃদয়ে বিষম বেজেছিল, আপনি তাঁর সমাধি ছুঁয়ে

শপথ করেছিলেন পবিত্র একনিষ্ঠ জীবনের। স্যার এগ্‌লামোর, আমি ভ্যালেন্টাইনের কাছে সান্তুয়ায় যাব। শুনেছি সেখানে তিনি আছেন। পথে বিপদ আছে, তাই আপনাকে সঙ্গী হতে হবে। আমার আপনার উপর বিশ্বাস আছে। আমার পিতার ক্রোধের কথা ভাববেন না। আমার দুঃখের কথা ভাবুন! ভাবুন এক কুমারীর দুঃখ—আর বিচার করে দেখুন—এ পলায়ন ন্যায়সঙ্গত কিনা! এমন অপবিত্র বিবাহ তো আমি করতে পারব না! তাতে যে দেবতারা বিরূপ হবেন। আমি তাই এই দুঃখভরা সমুদ্রের বালুকণার মতো দুঃখে ভরা হৃদয়ের আবেদন জানাচ্ছি। আপনি আমার সাথী হোন স্যার এগ্‌লামোর, আমার সঙ্গে চলুন! আর না যান তো, আমার কাছে যা শুনলেন লুকিয়ে রাখুন—যাতে আমি একাই চলে যেতে পারি।

এগ্‌লামোর বললেন—রাজকুমারী, আপনার দুঃখে আমার করুণা হয়। আমি তো জানি, সে আপনার প্রকৃত দুঃখ, আপনার প্রেমের দুঃখ। আমি আপনার সঙ্গে যাব। আমার যা হয় হবে, তবু যাব! যেন সমস্ত শুভ আপনাকে ঘিরে থাকে। কখন যাবেন রাজকুমারী?

কাল রাতে।

কোথায় আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

সাধু প্যাট্রিকের মঠে, আমি সেখানে তাঁকে আমার দুঃখ নিবেদন করতে যাব।

আমি তো আপনাকে ব্যর্থ করে দেবনা। আসি রাজকুমারী, সুপ্রভাত!

স্যার এগ্‌লামোর সুপ্রভাত। সদয় হৃদয়, স্যার এগ্‌লামোর এবার তাহলে আসি!

স্যার এগ্‌লামোর বাতায়নের দিকে চেয়ে বললেন, আসি রাজকুমারী!

স্যার এগ্‌লামোর চলে গেলেন, বাতায়নের দ্বারও রুদ্ধ হল।

ভোর হয়ে এল, রাত্রির অন্ধকার আর নেই।

দিনের আলোকে শুরু হবে দৈনন্দিন জীবনধারা। আর তারই আড়ালে চলবে রাজকুমারী সিলভিয়ার পলায়নের তোড়জোড়। তার তো এখনো ঢের বাকি।

ভোর হবে, প্রভাত সূর্য তার রক্তরশ্মি নিয়ে বিদায় নেবে। পূর্ব গগনে সে উঠে আসবে, তারপর আসবে মধ্য গগনে। তারপর হেলে পড়বে পশ্চিম দিগন্তে, একেবারে যখন ডুবে যাবে, সন্ধ্যা আসবে। তখন তো আসবে সেই প্রহর। সেই প্রহরের হিসেব রাখুন রাজকুমারী সিলভিয়া, আমরা তাঁকে ছেড়ে আর-কোথাও যাই।

॥ চার ॥

মিলান। রাজ প্রাসাদের সম্মুখভাগ।

মস্ত বড় পথ চলে গেছে, আর সেই পথে লোকজনের ভিড়ের মধ্যে এসে ঢুকল লন্স তার কুকুরটিকে নিয়ে।

লন্স ভৃত্য, লন্স ভাঁড়, কিন্তু লন্সের বুদ্ধি সেই ভাঁড়ামির মধ্য দিয়েই ঝলসে উঠে। তার সঙ্গী এই কুকুর। এই কুকুরটিকে সে জলে-ডুবি থেকে বাঁচিয়েছে। কুকুরটির ভাই আর বোনগুলো ডুবে মরেছিল। কিন্তু লন্সের দয়ায় সে বেঁচে আছে। আজ সেই কুকুরটিকে সে সিলভিয়াকে উপহার দিতে এসেছে প্রভুর হুকুমে। কিন্তু কুকুরটা এখনো সহবত শেখেনি। এসেই রাজার টেবিলের নীচে মুতে দিল। সবাই দূর দূর করে অমনি তাড়িয়ে দিতে বললে। কেউ বলে, মেরে তাড়াও। কেউ বললে, দূর করে দাও। আর রাজা মশাই বললেন, ওকে ফাঁসি লটকাও। লন্স তখন কি আর করে, নিজের কাঁধে ওর দোষ নিয়ে নিল। আর একজন লোক তাকেই চাবুক মেরে তাড়ালে। কোন মনিব তার চাকরের জন্য এতটা করেন। শোন্,

এখন থেকে কি করবি! আমাকে দেখে শিখবি। আমাকে কখনো দেখেছিস, পা ফাঁক করে কোন মানী ভদ্দর-মহিলার পশুর লোমের জামায় ঐ কাজ করেছি।

এমন সময় প্রটিউস ও সেবাস্তিয়ানবেশী জুলিয়া এসে প্রবেশ করলেন।

প্রটিউস বললেন, তোমার নাম সেবাস্তিয়ান? তোমাকে দেখেই আমার ভাল লেগেছে, আমি তোমাকে শীঘ্রই একটা কাজে ঢুকিয়ে দেব।

জুলিয়া বললেন—আপনার যা অভিরুচি। আপনি যে কাজ দেবেন, আমি যথাসাধ্য করব।

প্রটিউস বললেন, আমার আশা, তুমি তা করবে। তারপর লন্সের উদ্দেশ্যে বললেন, ওরে ও বেটা চাষা, এই দুদিন কোথায় ছিলি।

লন্স উত্তর দিলে, আপনি সিলভিয়া-ঠাকুরণকে কুকুর উপহার দিতে বলেছিলেন, আমি সেই কুকুর নিয়ে গিছলাম।

তিনি আমার এই খুদে রত্নটি পেয়ে কি বললেন?

লন্স বললে, তিনি বললেন, আপনার এটা নেড়ি কুত্তা, আপনাকেও নেড়ি কুত্তা বলে ধন্যবাদ দিলেন।

কিন্তু কুকুরটাকে নিয়েছেন তো?

না, নেননি, এই তো আমি ওকে ফিরিয়ে এনেছি।

প্রটিউস বললেন, এই কুত্তাটাকে আমার বলে দিয়েছিলি নাকি?

হ্যাঁ, হুজুর, আপনার কুকুরটা তো বাজারে কারা চুরি করে নিয়ে যায়। তখন আমারটিই ঠাকরুণকে দিলাম। আপনার কুকুরের চেয়ে দশগুণ বড়, তাই উপহারটিও জাঁদরেল।

প্রটিউস রাগে জ্বলে উঠে বললেন, যা, আমারটিকে খুঁজে নিয়ে আয়! আর না পাস তো আর আমার চোখের সুমুখে আসবিনে। যা, দূর হয়ে যা। আমাকে আর বিরক্ত করিসনি।

লন্স কুকুর নিয়ে চলে গেল।

প্রটিউস এবার সেবাস্তিয়ানবেশী জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন,

সেবাস্তিয়ান, তোমার মতো একজন তরুণকে আমার দরকার, যে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারে। এই বোকাটার উপর তো নির্ভর করা যায় না। তোমার মুখ, তোমার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে, তুমি পারবে। তুমি আমার এই আঙটি নিয়ে চলে যাও, গিয়ে রাজকুমারী সিলভিয়াকে দাও! বলবে, আমার মৃতাপ্রিয়তমার উপহার।

জুলিয়া বললেন, মহাশয়, তাতে মনে হচ্ছে, আপনি তাঁকে ভালবাসতেন না। তার স্মৃতিচিহ্নটি আর একজনকে দিয়ে দিবেন! তিনি তো মৃতা।

প্রটিউস বললেন, না, আমার মনে হয় তিনি জীবিতা।

হায়, জুলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

'হায়' 'হায়' করে উঠলে কেন?

তাঁকে করুণা না করে তো পারলাম না!

কেন করুণা করলে?

জুলিয়া বললেন, আমার মনে হয়, আপনি যেমন রাজকুমারী সিলভিয়াকে ভালবাসছেন, তিনি তেমনি আপনাকে ভালবাসতেন। যিনি তাঁর ভালবাসা বিস্মৃতও হয়েছেন, তাঁর স্বপ্ন এখনো বুঝি তিনি দেখেন। আর আপনি যাঁর প্রতি অনুরক্ত, তিনি তো আপনার ভালবাসার প্রার্থী নন। হায়রে, ভালবাসা এমনি কি বিপরীত মুখী? তাই ভালবাসার কথা ভেবে আমি হায় হায় করে উঠলাম।

প্রটিউস একথায় বুঝি বা অসন্তুষ্ট হলেন। তবু বললেন, ওঁকে এই আঙটি আর এই চিঠিখানি দিয়ো। ঐ ওঁর কক্ষ। আর রাজকুমারীকে বোলো, আমি তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই স্বর্গীয় ছবিখানির দাবি জানাচ্ছি। তারপর এই কাজ সেরে আমার কাছে ফিরে আসবে। এসে দেখবে আমি বিষণ্ণ মনে বসে আছি।

প্রটিউস এই বলে চলে গেলেন।

জুলিয়া এবার আপন মনে বলে উঠলেন,—হায় বেচারা প্রটিউস। তুমি এক শেয়ালকে তোমার ভেড়ার পালের তদারকি করতে দিলে। হায় রে বোকা! কিন্তু আমি কেন প্রটিউসকে করুণা করছি। ও তো সর্বান্তঃকরণে আমাকে ঘৃণা করে—তাই কি? ও ভালোবাসে ঐ রাজকুমারীকে, আমাকে তো নয়! আমাকে ও করে ঘৃণা।

আমি ভালবাসি বলেই ঘৃণা করে। আর আমি ওকে করুণা করব! এই আভাস আমি ওকে দিয়েছিলাম বিদায়ের কালে, আমাকে মনে রাখার স্মৃতিচিহ্ন ছিল এইটি। আর এখন কি না আমি ওর দূতী, আমি যা পাইনি তারই ওকালতি করতে যাচ্ছি। যে-আঙটি আমি প্রত্যাখ্যান করতাম, তাই নিয়েই যেতে হবে। ওর একনিষ্ঠতার প্রশংসা করতে হবে, অথচ তার তো নিন্দাই করতে হয়। আমি আমার প্রিয়ের সত্যিকারের প্রিয়তমা, কিন্তু আমার মনিবের বিশ্বাসী ভৃত্য তো হতে পারবনা। তা হতে গেলে নিজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে হয়। তবু আমি যাব, আমি রাজকুমারীকে শীতল প্রেম নিবেদনে উত্তক্ত করে তুলব।

এমন সময় অনুচরী-সহ সিলভিয়া এসে প্রবেশ করলেন।

তাকে দেখেই জুলিয়া বললেন, ওগো ভদ্রঘরের মেয়ে, দিন আপনার ভাল যাক্! বলুন তো, কোথায় গেলে রাজকুমারী সিলভিয়া-ঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা আর বাতচিত হবে?

সিলভিয়া বললেন, আমি যদি তিনি হতাম কি বলতে?

যদি তিনি হতেন, তা হলে প্রথমেই ধৈর্য ধরতে বলতাম। আমি যে সংবাদ নিয়ে দূত হয়ে এসেছি—তা শোনবার জন্য প্রার্থনা জানাতাম।

কার কাছ থেকে এলে?

জুলিয়া বললেন, আমার প্রভু প্রটিউসের কাছ থেকে।

সিলভিয়া বললেন, ছবির জন্যে পাঠিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ, ঠাকরুণ।

সিলভিয়া অনুচরীকে বললেন, উরসুলা, যা তো, আমার ছবিখানা নিয়ে আয়। তোমার মনিবকে গিয়ে ছবি দাও। বোলো, আমি বলেছি, এক জুলিয়াকে তাঁর মন ভুলে গেছে, সেই তো তাঁর গৃহের শোভা বাড়াত, এই ছায়া তো নয়।

জুলিয়া বললেন, ঠাকরুণ, এই চিঠিখানা দয়া করে পড়ুন। এই বলে একখানা চিঠি সিলভিয়ার হাতে দিলেন। সেখানা আবার নিয়ে বললেন। আমাকে ক্ষমা করুন! আমি ভুল করে অন্য একখানা কাগজ দিয়েছি। ওখানা দেওয়া উচিত হয়নি! এই যে রাজকুমারী আপনার পত্র।

সিলভিয়া বললেন, ঐ কাগজখানা আমাকে আর একবার দেখতে দাও।

ক্ষমা করুন, পারবনা!

সিলভিয়া বললেন রাখ রাখ! আমি তোমার প্রভুর ঐ চিঠি দেখব না। জানি, সেখানে শুধু নতুন শপথের ভিড়। আমি যেমন তোমার মনিবের চিঠি ছিঁড়ে ফেলেছি, তিনিও তেমনি করে তাঁর শপথ ভঙ্গ করেন।

এই বলে প্রটিউসের পত্রখানি ছিঁড়ে ফেললেন।

জুলিয়া বললেন, ঠাকরুণ, প্রভু আপনাকে এই আঙটিটি পাঠিয়েছেন।

সিলভিয়া উত্তর দিলেন, আমাকে পাঠিয়েছেন বলে তাঁকে ধিক্, শত-ধিক্! আমি বহুবার শুনেছি তাঁর মুখে, তাঁর প্রিয়তমা জুলিয়া বিদায়ের আগে তাঁকে এই আঙটিটি দিয়েছিলেন। তাঁর ঐ মিথ্যা শঠতা পূর্ণ আঙুলে ঐ আংটিতো কলুষিত হয়ে গেছে। আমার হাতে তো তার চেয়ে বেশি কলুষিত হবে না।

জুলিয়া এবার নিজের অজান্তে বলে ফেললেন, জুলিয়া আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

সিলভিয়া অবাক হয়ে বললেন, কি বললে?

জুলিয়া আত্মসম্বরণ করে বললেন, আপনাকে ধন্যবাদ ঠাকরুন, আপনি সেই ভদ্রকন্যাকে একটু প্রীতি দেখালেন। আমার প্রভুতো তাঁর প্রতি অবিচার করেছেন!

সিলভিয়া শুধালেন, তুমি কি তাঁকে চেনো?

জুলিয়া বললেন, আমাকে যতটুকু চিনি, প্রায় ততটুকু! তাঁর দুঃখের কথা ভেবে আমি যেন চোখের জল ফেলি।

সিলভিয়া বললেন, তিনি কি মনে করেছেন, প্রটিউস তাঁকে ত্যাগ করেছেন?

হ্যাঁ, ভাই, সেই তো তাঁর দুঃখের কারণ।

উনি কি চলনসই সুন্দরীও নন? সিলভিয়া জানতে চাইলেন।

জুলিয়ার সৌন্দর্যের গর্ব বুঝি বা আহত ছিল। তাই বললেন, তিনি এখন যা আছেন, তার চেয়ে ঢের সুন্দরী ছিলেন। আমার মনিব যখন তাঁকে ভালবাসতেন, তখন তিনি ছিলেন আপনার মতোই সুন্দরী। আমার বিচারবুদ্ধি তো তাই বলে। কিন্তু প্রভুর অবহেলায় তিনি আরশী অবহেলা করছেন, মুখের তাপ নিবারণের মুখোস ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। শুষ্ক হাওয়া এসে তাঁর গালের দুটি গোলাপকে শুকিয়ে ফেলেছে, চিমটি কেটে তুলে নিয়ে গেছে মুখের পদ্ম রং। তিনি এখন আমার মতোই কৃষ্ণবর্ণা।

রমণী রমণীর রূপের ব্যাখ্যান শুনলে একটু বা ক্ষুণ্ণ হয়। সিলভিয়াও বুঝি হলেন, তিনি বললেন,

উনি কতখানি দীর্ঘ?

জুলিয়া উত্তর দিলেন, আমারই মতো। পেন্টেকস্টের উৎসবে যে অভিনয় হয়, তরুণেরা ধরে বসল, আমাকে সেই উৎসবে মেয়ের অভিনয় করতে হবে। আমি তখন জুলিয়া ঠাকরুণের গাউন পরেছিলাম। গাউনটি আমার গায়ে বেশ মানিয়েও ছিল। সবাই তো সেই কথাই বলেছে। বলেছে, এ পোষাক যেন আমার মাপে তৈরী, আমার জন্যেই তৈরী। তার থেকেই জানি, উনি আমারই সমান লম্বা, আর

তখন আমি ওঁকে খুব কাঁদিয়েও ছিলাম। আমার ছিল দুঃখের পার্ট। ঠাকরুণ, আরিয়াদেনের থিসিউসের প্রতি ভালোবাসার সে কাহিনী। আমি আরিয়াদেন হয়ে জীবন্ত অভিনয় করেছিলাম। আমার জুলিয়া ঠাকরুণ তো কেঁদে আকুল। আমিও তাঁর সে ব্যথা মনে মনে অনুভব করেছিলাম।

সিলভিয়া বললেন, তরুণ, তিনি তাহলে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। হায় বেচারী! তুমি শোকাকুলা, তুমি বর্জিতা! তোমার কথা শুনে আমারই কান্না পাচ্ছে। তরুণ, এই বলে তিনি একটি থলি বের করলেন। এই নাও। আমি তোমাকে দিলাম তোমার মধু-মনিবানীর দোহাই পেড়ে বলছি, এটি নিতে হবে। তুমি তাঁকে ভালবাস বলেই নিতে হবে। এবার আসি।

সিলভিয়া অনুচরীসহ চলে গেলেন।

জুলিয়া সেদিকে তাকিয়ে বললেন,

তিনিও তোমাকে ধন্যবাদ দেবেন। মৃদুস্বভাবা, সুন্দরী তুমি! আমার প্রভুর প্রেম-নিবেদন তো শীতল হয়ে গেল। কারণ, রাজকুমারী যে আমার প্রভুর প্রিয়তমার ভালবাসাকে সম্মান দিয়েছেন।

হায়, প্রেম কি করে এমনি করে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করে?

এই তো তাঁর ছবি।

দেখি, দেখি!

আমার মনে হয়,

আমার মুখেও তো ছিল ওরই মতো লাবণ্য কিন্তু শিল্পী যেন একটু তোষামোদ করেছেন। আমি যদি নিজের বড়াই না করি, তাহলে বলি। ওঁর কেশ সোনালী, আর আমার তো হলুদ, এতে যদি ভালবাসার তারতম্য হয়, সোনালী পরচুল পরব। ওঁর চোখ কাচের মতো ধূসর, আমার চোখও তাই, কিন্তু ওর ললাট সংকীর্ণ, আমারটি প্রশস্ত।

উনি কি পেলেন ওঁর মধ্যে—

যা আমার মধ্যে নেই !

হায় ! প্রেম তো অন্ধ দেবতা—তাই না ?

তাহলে এস ছায়া, এস ছবি, এস !

এই ছায়া তো তোমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী !

ওরে ছবি, ওরে পট, ওরে অচেতন আকার !

তোকে পূজা করা হবে, চুম্বন করা হবে,

তোকে ভালবাসবে, আদর করবে !

ওর ঐ পৌত্তলিকতায় কি কিছু বুদ্ধি আছে !

আমার কায়া তোর বদলে মূর্ত্তি হয়ে দাঁড়াবে। তোর আমি তবু ক্ষতি করব না—তোর যিনি কায়া—তাঁর জন্যে। নয় তো তোর ঐ চোখ নখে উপড়ে ফেলতাম। আমার প্রিয়তমের প্রেমের কামনা ঘুচিয়ে দিতাম।

পটখানি নিয়ে তার উপরে ক্রোধ দেখাতে লাগলেন পুরুষবেশী জুলিয়া। এর মধ্যে যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে এল।

পঞ্চম অঙ্ক

॥ এক ॥

মিলানের প্রান্তে এক মঠ। সেই মঠের সুমুখে পায়চারি করছেন স্যার এগলামোর।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, সূর্য পশ্চিম দিগন্তে ডুবুডুবু। স্যার এগলামোর সেদিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি অস্থির। এবার তিনি বললেন,

সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। সেই মুহূর্ত এবার আসবে, আর দেরী নেই। সিলভিয়া হয়ত মঠে আছেন, সন্ন্যাসী প্যাথিকের কাছে নিজের দুঃখ নিবেদন করছেন। তিনি এবার বেরিয়ে আসবেন, আমার সঙ্গে দেখা হবে। তিনি তো না এসে পারবেন না। প্রেমিক-প্রেমিকারা লগ্নকে ভ্রষ্ট হতে দেন না। তাঁরা বরং আগে ভাগেই আসেন, প্রেম তাঁদের অভিযানের প্রেরণা যোগায়, তাগিদ দেয়।

স্যার এগলামোর এদিক-ওদিক তাকালেন।

এবার মঠের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন রাজকুমারী সিলভিয়া।

স্যার এগলামোর কাছে এসে বললেন, সুসন্ধ্যা রাজকুমারী!

সিলভিয়া বললেন, সুসন্ধ্যা! কিন্তু এখানে থাকবেন না আপনি স্যার এগ্‌লামোর। আপনি মঠের দেয়ালের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমার ভয় হয়, হয় তো আমার পেছনে গুপ্তচর আছে।

এগ্‌লামোর বললেন, ভয় পাবেন না রাজকুমারী! বন বেশি দূরে নয়। আমরা যদি বনে পৌঁছতে পারি, আমাদের আর ভয় নেই। আমরা নিশ্চিন্ত।

দুজনে পা টিপে টিপে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে মিলিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার এতক্ষণ বুঝি অপেক্ষা করেছিল, এবার সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকার নেমে এল। গোধুলির মায়া আর নেই। এখন ঝাপসা অন্ধকার। এই অন্ধকারই আর কিছুক্ষণ পরে নিবিড় হয়ে উঠবে। আর সেই নিবিড় অন্ধকারে নিবিড় বনে রাজকুমারী আর তাঁর সাথী স্যার এগ্‌লামোর চলবেন মান্তুয়ার পথে।

মিলান ছেড়ে মান্তুয়ার দিকে চলেবন।

॥ দুই ॥

রাজকুমারী তো চললেন প্রিয়তমের সঙ্গে মিলতে, এদিকে মিলানে কি হচ্ছে দেখা যাক।

মিলানের রাজপ্রাসাদে আমরা এলাম।

রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষে প্রটিউস, জুলিয়া ও থুরিয়োকে দেখা গেল। থুরিয়ো অস্থির হয়ে উঠেছেন। সিলভিয়াকে না লাভ করা পর্যন্ত তাঁর এই চঞ্চলতা কায়েম হয়ে আছে, থাকবে। তিনি প্রটিউসকে দেখে শুধালেন,

স্যার প্রটিউস, সিলভিয়া আমার নিবেদনের উত্তরে কি বললেন?

প্রটিউস উত্তর দিলেন, আগের চেয়ে একটু শান্ত দেখলাম। কিন্তু তবু আপনাকে তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

কেন, আমার পা দুটো বড় বেশি লম্বা বলে? থুরিয়ো বললেন।

প্রটিউস বললেন, না, পা দুটি ড়ব ছোট বলে।

আমি তাহলে বুট পরব, তাতে কিছুটা লম্বা তো হবে।

জুলিয়া আপন মনে বলে উঠলেন, যাকে ঘৃণা করে, প্রেম তাকে পূজা কখনো করবে না।

থুরিয়ো কথাটা শুনতে পাননি, কিন্তু জুলিয়া যে কিছু একটা বলেছেন তা টের পেয়েছেন। তাই বললেন।

আপনার ঐ নফর কি বললে আমার মুখের উপর?

প্রটিউস রহস্য করে বললেন, ও বলছে, আপনার মুখখানি সুন্দর।

থুরিয়ো বলে উঠলেন, তাহলে তো মিছে কথা বলেছে। আমার মুখখানি কালো-কুৎসিত।

প্রটিউস বললেন, মুক্তো-সুন্দর। কিন্তু বহুদিনের একটা প্রবচন আছে—কালো মানুষেরা সুন্দরীদের চোখে মুক্তোর সমান।

জুলিয়া বললেন, হাঁ, একথা সত্যি। এ এমনই মুক্তো, সুন্দরীর চোখের আলো নিবিয়ে দেয়। আমি তো অমন মুক্তোর দিকে আড় চোখে তাকাব, মিটিমিটি তাকাব।

আমার কথা রাজকুমারীর কাছে কেমন লাগল ?

থুরিয়ো শুধালেন।

প্রটিউস বললেন, আপনি যখন লড়াইয়ের কথা বলেন, খারাপই লাগে।

কিন্তু যখন প্রেম আর শান্তির কথা বলি ?

জুলিয়া বললেন আপন মনে, সবচেয়ে ভাল হয়, যখন আপনি নিজে শান্ত হয়ে চুপটি করে থাকেন।

থুরিয়ো আবার বললেন, উনি আমার বীরত্বের কথা কি বলেন ?

প্রটিউস বললেন, তাঁর তো সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জুলিয়া আবার আপন মনে ফোঁড়ন কাটলেন, তাঁর সন্দেহ থাকার তো কথা নয়, তিনি যখন জানেন—এ ভীরুতা !

আমার জন্ম, আমার বংশের কথা কি বলেন ? থুরিয়ো শুধু জিজ্ঞেস করেই চলেছেন।

আপনার সৎবংশে জন্ম একথা তো তিনি বলেন, প্রটিউস উত্তর দিলেন।

জুলিয়া আবার টিপ্পনি কাটলেন, সৎবংশে তো জন্ম বটেই। কিন্তু সৎবংশে একটি নির্বোধ, একটি কুষ্মাণ্ড জন্মেছে।

থুরিয়ো বললেন, আমার বিষয়-সম্পত্তির কথা শুনে তিনি খুশি তো ?

তাঁর করুণা হল, প্রটিউস জবাব দিলেন।

কেন-কেন ?

জুলিয়া বললেন, এমন গাধা অত সম্পত্তির মালিক দেখে দুঃখ হল, তাই করুণা করলেন। এযে সুবর্ণ গর্দভ।

প্রটিউস বললেন, বিষয়-সম্পত্তি সব অন্যের হাতে দিয়ে রেখেছেন বলে দুঃখ পেলেন।

জুলিয়া এমন সময় বলে উঠলেন, ঐ যে মহারাজ আসছেন!

মহারাজ এসে প্রবেশ করলেন।

রাজা বললেন, স্যার প্রটিউস, আপনার কি খবর? স্যার থুরিয়ো, আপনারই বা কি খবর? স্যার এগলামোরকে আপনারা কেউ দেখেছেন ?

থুরিয়ো বললেন, আমি তো দেখিনি মহারাজ।

প্রটিউস বললেন, আমিও দেখিনি।

রাজা শুধালেন, আমার কন্যাকে দেখেছেন ?

প্রটিউস ব্যস্ত হয়ে বললেন, না তো!

রাজা শিরে করাঘাত করলেন। তাহলে আর কোন সন্দেহই নেই। সে পালিয়েছে। আর পালিয়েছে ঐ ভ্যালেণ্টাইনের কাছে। আর এগলামোর তার সাথী। সন্ন্যাসী লরেন্স তাদের দুজনকে দেখেছেন। তারা যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে বনে বেড়াচ্ছিল। তিনি সিলভিয়াকে চেনেন, জানেন, তিনি ঠিকই চিনেছিলেন। তবে মুখে মুখোস ছিল বলে তিনি নিশ্চিত হতে পারেন নি। তবে অনুমান করেছিলেন। তাছাড়া সিলভিয়া এসেছিল প্যাট্রিকের মঠে নিজের স্বীকৃতি দিতে। সেখানে তাকে পাওয়া যায় নি। আর সেই সুযোগে সে পালিয়েছে। আমার আপনাদের কাছে অনুরোধ, আর গল্প করে সময় নষ্ট করবেন না। আপনারা এই মুহূর্তে অশ্বে আরোহণ করুন! আমার সঙ্গে আসুন পর্বতের পাদদেশে, ঐ পর্বত পার হয়ে যেতে হয় মান্তুয়ার পথে। ওরা সেইখানেই পালিয়ে গেছে। আপনারা

আমার সঙ্গে চলুন! আর বিলম্ব করবেন না! এই বলে তিনি চলে গেলেন।

থুরিয়ো শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন, তার পরে বললেন, এ যে দেখছি নেহাৎ খুঁতখুঁতে মেয়ে। তার সৌভাগ্য যখন তার পেছনে পেছনে ছুটছে, তখন কিনা সে পালিয়ে গেল! আমি যাব, ওর পেছনে পেছনে ছুটব! এগলামোরের উপর প্রতিশোধ নিতে হবে! ঐ চঞ্চলা, উচ্ছৃঙ্খলা সিলভিয়ার প্রেম তো কিছুই নয়। এখন আমার প্রতিশোধ স্পৃহাই প্রবল। থুরিয়োও ছুটে চলে গেলেন।

প্রটিউস ধাক্কা খেয়েছেন। তবুও তিনি বুদ্ধিমান, তিনি ধীর স্থির। তাই বললেন,

আমিও যাব। তবে যাব সিলভিয়ার প্রতি প্রেমে, স্যার এগলামোরের প্রতি ঘৃণায় নয়। প্রটিউস চলে গেলেন।

জুলিয়া বললেন, আমিও যাব ঐ ভালবাসাকে ব্যর্থ করতে। সিলভিয়ার প্রতি ঘৃণায় নয়! সে তো প্রেমের জন্যই গেছে। আমি তাই যাব, ব্যর্থ করতে যাব প্রটিউসের ভালবাসা।

জুলিয়া এই বলে ছুটে চলে গেলেন।

॥ তিন ॥

মান্তুয়ার সীমান্তে সেই বন। আইন দ্বারা নির্বাসিত ফেরারীদের আস্তানা। বনে এখন ভোর হয়ে এসেছে।

সিলভিয়া আর এগলামোর সারারাত্রি ধরে চলে এসেছেন এই বনে। আর এসেই ফেরারীদের কবলে পতিত হয়েছেন!

ফেরারীদের সঙ্গে তাই পুরুষবেশী সিলভিয়াকে দেখা গেল।

ফেরারী বললে, এস, এস! ধৈর্য ধর! আমাদের সর্দারের কাছে তোমাকে নিয়ে যাই চল।

সিলভিয়া বললেন, এর চেয়ে হাজার দুর্ভাগ্য আমি সয়েছি, আমি ধীরভাবেই সয়েছি। আর এতে ধীরতা হারাই কেন ?

দ্বিতীয় ফেরারী বললে, ওকে নিয়ে চল !

প্রথম বললে, ওর সঙ্গে যে ভদ্দর লোকটি ছিলেন, তিনি কোথায় ?

তৃতীয় বললে, তাঁর পা তাড়াতাড়ি চলে ! তিনি ছুটে পালালেন।

কিন্তু তার পেছনে মোসেস আর ভ্যালেরিয়াস ছুটেছে। তুমি ওকে নিয়ে বনের পশ্চিম দিকে যাও। ওখানে আমাদের সর্দার আছেন।

আমরা পালাতকের পেছনে ছুটব। এ-পথে বহু ঝোপঝাড়, পালাতে সে পারবে না।

প্রথম ফেরারী সিলভিয়াকে বললে, চল, তোমাকে আমাদের সর্দারের কাছে নিয়ে যাই। ভয় পেওনা, তাঁর মনটি ভাল, তিনি মেয়েদের সঙ্গে বেআইনী কাজ-কারবারে নেই।

সিলভিয়া বলে উঠলেন, হায় ভ্যালেন্টাইন, তোমার জন্যে আমাকে এও সইতে হল !

ফেরারীরা সিলভিয়াকে নিয়ে চলে গেল।

॥ চার ॥

বনের আর এক প্রান্ত। ভ্যালেন্টাইনকে দেখা গেল।

ভ্যালেন্টাইন আপন মনে পায়চারি করছেন। তারপর বলে উঠলেন,

ব্যবহারে সব কিছুই অভ্যেস হয়ে যায়। এই যে ছায়াঘন মরুভূমির মতো নির্জন বন, এই যে কারো পদক্ষেপ সেখানে পড়ে না, —এও যেন আমার কাছে ভাল লাগছে। জনাকীর্ণ শহরের থেকে এই-ই আমার পছন্দ। এখানে আমি একা নিরিবিলিতে বসে থাকতে

পারি, কেউ আমাকে দেখবেও না। শুনি নাইটিঙ্গেলের গান, আমার দুঃখ তারা সুরে সুরে মেলায়। আমার দুঃখের গান ঝড়ে পড়ে। হে আমার দুঃখ! তুমিতো আমার বুকে বাসা বেঁধেছ। এ-ঠাঁই তো তুমি ছেড়ে যেতে চাও না! ভাবছ, এই হৃদয়ের ইমারত বুঝি ধসে যাবে, যা ছিল—তার স্মৃতিও থাকবে না। সিলভিয়া, আমাকে দেখা দাও!

তুমি তো মৃদুল গমনা মৃদু স্বভাবা বনদেবী,

তোমার এই ভক্ত বনবাসীকে তুমি কি মনে রেখেছ!

হঠাৎ গোলমাল ভেসে এল। সেই কোলাহলে ছেদ পড়ল তাঁর ভাবনায়। তিনি বলে উঠলেন,

এ কি, কিসের এ কোলাহল?

কেন আজ এই চঞ্চলতা?

আমার সঙ্গী ওরা,

ওদের ইচ্ছাই আইন।

ওরা কোন হতভাগ্য পথিককে

তাড়া করছে।

ওরা আমাকে ভালবাসে, কিন্তু ওদের

দুষ্কৃতি থেকে বাঁচবার চেষ্টা তো আমার অহরহ।

ভ্যালেন্টাইন, ভ্যালেন্টাইন, আর দুঃখ নয়;

এবার তো ওদের কোলাহলেই যোগ দিতে হবে।

হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন।

কে আসে?

এরই মধ্যে প্রটিউস, সিলভিয়া, পুরুষবেশী জুলিয়া এসে প্রবেশ করলেন। প্রটিউস সিলভিয়াকে বলতে-বলতে ঢুকলেন,

রাজকুমারী, আপনার এই কাজ আমি করেছি, যদিও আমার মতো দাসকে আপনি পছন্দ করেন না। আমি জীবন বিপন্ন করে এসেছি। ওর হাত থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি।

অথচ ঐ থুরিয়ো তো আপনার প্রেম আর সম্মান দুই-ই কেড়ে নিতো, আপনি তা জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হতেন। আমার দিকে শুধু একবার আপনার ঐ প্রসন্ন দৃষ্টি তুলে তাকান! এর চেয়ে আর কি বর আমি প্রার্থনা করব! জানি তো এর বেশী চাইলেও পাব না।

ভ্যালেন্টাইন ওদের আসতে দেখে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিনি সেখান থেকে সবই শুনলেন। শুনে বলে উঠলেন—

এ যে স্বপ্ন, যা শুনি, যা দেখি সবই যে স্বপ্ন

প্রেম, তুমি আমাকে ধৈর্য দাও!

সিলভিয়া শিরে করাঘাত করে বললেন, হায় আমি কি অভাগী!

প্রটিউস নিরস্ত হলেন না, তিনি বললেন, আপনি অভাগী ছিলেন তখন, আমি যখন আসিনি। আমি এসে আপনাকে ভাগ্যবতী করে তুলেছি।

সিলভিয়া বললেন, আপনার আগমনে আমি আরও অসুখী।

জুলিয়া আপন মনে বললে, আর অসুখী হয়েছি আমি, উনি যখন তোমাকে প্রেম নিবেদন করেছেন।

সিলভিয়া বললেন, দেখুন প্রটিউস, যদি এক ক্ষুধার্ত সিংহ আমাকে আঁকড়ে ধরত, আমি সেই পশুর গ্রাস হতাম, তবু আপনার মতো এক প্রতারকের হাতে মুক্তি চাইতাম না। দেবতারা বিচার করুন, তাঁরাই সাক্ষী—আমি ভ্যালেন্টাইনকে ভালবাসি। আমার আত্মার সমান তাঁর জীবন, বুঝি তার চেয়েও প্রিয়। আমি এই শঠ, প্রতারক প্রটিউসকে ঘৃণা করি। আপনি চলে যান! আমাকে আর ও-আবেদন জানাবেন না!

প্রটিউস বললেন, রাজকুমারী আপনার একটি প্রসন্ন দৃষ্টির জন্যে আমি কি ঘোর বিপদ বরণ করিনি! আমি কি মৃত্যু বরণ করতে ছুটে আসি নি! তাহলে এ কি প্রেমের অভিশাপ! যখন মেয়েদের কেউ ভালবাসেন, তাঁরা তাঁদের ভালবাসেন না।

সিলভিয়া বললেন, মৃদু স্বরে বললেন, যিনি তাঁর অনুরক্তা, প্রটিউস তো তাঁকে ভালবাসেন না, বাসতে পারেন না। প্রটিউস, আপনার প্রথম প্রেম, প্রেমিকা জুলিয়াকে হৃদয়ের লেখা পড়ে দেখুন। আপনি তো হাজার শপথে সে ভালবাসাকে দৃঢ় করে তুলেছিলেন। কিন্তু হায় সে শপথ মিথ্যায় পরিণত হল! আমাকে ভালবাসার মতো আপনার হৃদয়ে তো সে বিশ্বাস নেই—অবশ্য আপনার যদি দুটি হৃদয় থেকে থাকে তো সে আলাদা কথা। সে তো আরো খারাপ! এর চেয়ে মোটে হৃদয় না থাকাইতো ভাল। বহুজনের উপর বিশ্বাস অর্পণ করবার চেয়ে মোটে বিশ্বাস না থাকাই তো ভাল। আপনি আপনার বন্ধুকে প্রতারণা করেছেন।

প্রটিউস এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এবার বলে উঠলেন,

প্রেমে কে কবে বন্ধুকে শ্রদ্ধা করে?

সিলভিয়া উত্তর দিলেন, সবাই করেন, শুধু প্রটিউস বাদে।

প্রটিউস বললেন, যদি মৃদু কথা, আবেগভরা কথায় না হয়, যদি তোমাকে টলানো না যায় রাজকুমারী, গলানো না যায় তোমার হৃদয়, তাহলে সৈনিকের মতোই আমি প্রেম নিবেদন করব। আমি অস্ত্রের অগ্রে জানাব প্রেম, আর প্রেমের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ প্রেম তুমি আমার কাছে পাবে—আমি বল প্রয়োগ করব।

প্রটিউস নিজ মূর্তি ধারণ করে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

সিলভিয়া ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর'!

প্রটিউস বলে উঠলেন, আমার কামনার তোমাকে দাসী হতে হবে সুন্দরী।

তিনি সিলভিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন, এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন ভ্যালেণ্টাইন। তিনি বলে উঠলেন, ওরে নীচ, ওরে নরাধম, ঐ বর্বর হস্ত তোর সম্বরণ কর! ওরে শঠ বন্ধু!

প্রটিউস বিস্ময়ে বলে উঠলেন—কে—ভ্যালেণ্টাইন?

হ্যাঁ, ব্যঙ্গভরে উত্তর দিলেন ভ্যালেণ্টাইন—তোমার প্রাণের বন্ধু, তুমিও তার প্রাণের বন্ধু। ভালবাসা, বিশ্বাস সব হারিয়ে ফেলেছিস! ওরে শঠ, ওরে বিশ্বাসঘাতক, আমাকে প্রতারণা করেছিস! আমি আর বলতে পারব না, আমার জীবিত কোন বন্ধু আছেন। আর কাকে বিশ্বাস করব! মানুষের ডান হাত যদি তার হৃদয়ের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে—তাহলে আর কি হবে? প্রটিউস, আর তো তোকে বিশ্বাস করব না। বন্ধুই তো সবচেয়ে বড় শত্রু।

প্রটিউস হঠাৎ বলে উঠলেন, হায় লজ্জায়, অপরাধে আমি যে আচ্ছন্ন। আমি কি করব?

তারপর ভ্যালেণ্টাইনের দিকে তাকিয়ে বললেন, ভ্যালেণ্টাইন আমাকে ক্ষমা কর বন্ধু, যদি দুঃখই অপরাধের মূল্য হয়, আমার দুঃখ অকৃত্রিম। আমি সেই দুঃখই নিবেদন করছি। আমি যেমন মহাপাপ করেছি, তেমনি আমার দুঃখও গভীর।

ভ্যালেণ্টাইন এতেই সন্তুষ্ট হলেন। তিনি বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার পাওনা আমি পেলাম। আবার তোমাকে আমার সৎবন্ধু হিসাবে গ্রহণ করলাম। অনুতাপে তোমার শুদ্ধী হয়েছে। আমার ভালবাসা আবার মুক্ত হোক, অবাধ হোক, উদার হোক!

জুলিয়া হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন, হায় আমি কি অভাগী!

তারপর মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়লেন।

প্রটিউস তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, বালক যে মূর্চ্ছা গেল! ওকে দেখ!

ভ্যালেণ্টাইন কাছে এসে বললেন, বালক, কি হয়েছে তোমার? তাকাও! কথা বল!

জুলিয়ার চেতনা ফিরে এসেছে, তিনি বললেন, মশাই, আমার প্রভু সিলভিয়া ঠাকরুণকে একটি আঙটি দিতে বলেছিলেন, কিন্তু সেটি আমার নিজের গাফিলতিতে আর দেওয়া হয়নি।

প্রটিউস বলে উঠলেম, সে আঙটি কোথায়?

জুলিয়া বললেন, এই তো আমার কাছে, আমার কাছে!

দেখি! প্রটিউস বললেন, আমাকে দেখাও! এ আঙটি তো আমি জুলিয়াকে দিয়েছিলাম।

জুলিয়া উত্তর দিলেন, হায়, হায়, আমারই ভুল। এ আর একজনের আঙটি। এই যে আপনার আঙটি—যেটি রাজকুমারী সিলভিয়াকে পাঠিয়েছিলেন।

আর একটি আঙটি প্রটিউসের সামনে ধরলেন।

প্রটিউস বিভ্রান্ত, তিনি বললেন, কিন্তু জুলিয়াকে আমি যে আঙটি দিয়েছিলাম, সেটি তুমি পেলে কি করে? আমি বিদায়কালে ঐটি তাকে দিই।

জুলিয়া বললেন, জুলিয়া নিজে আমাকে দিয়েছেন। আর জুলিয়া নিজেই সেটি এখানে নিয়ে এসেছেন।

প্রটিউস বলে উঠলেন, জুলিয়া নিয়ে এসেছেন? কেমন করে?

জুলিয়া এবার আত্মপ্রকাশ করলেন!

জুলিয়া বলে উঠলেন, দেখ, তাকে দেখ, যে তোমার সহস্র শপথের লক্ষ্য, তাকে দেখ! আর সে-শপথ সে তো তার হৃদয়ে লালন করেছে। কিন্তু তুমি ছলনায় তো তার মূল উপড়ে ফেলতে চেয়েছ! প্রটিউস, তোমার এই অভ্যাসে তোমার লজ্জিত হওয়াই উচিত। তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত এই ভেবে যে, তোমার জুলিয়া তোমারই জন্য এই পুরুষের ছদ্মবেশে ছুটে এসেছে। লজ্জা যদি ভালোবাসায় ছদ্মবেশে বাস করে, তাহলে তো লজ্জা আমার নেই। নারী তার নারীত্ব আছে বলেই বেশ বদলায় বটে, কিন্তু পুরুষের মত মন বদলায় না।

প্রটিউস অধোবদনে রইলেন, তার পর বললেন, পুরুষ মন বদলায় —একথা সত্য। হায়, দেবতা! যদি পুরুষ বিশ্বাসী হোত, একনিষ্ঠ হোত, তাহলে তো তারা পরিপূর্ণ মানুষ হোতো। ঐ এক ভুলেই তার যত দোষ এসে দেখা দেয়! সমস্ত পাপ করে বসে! সিলভিয়ার মুখে আমি কি দেখেছিলাম জানিনা! আমার যদি একনিষ্ঠ দৃষ্টি থাকত, জুলিয়ার মুখখানি তো তার চেয়ে সুন্দর দেখতাম!

ভ্যালেণ্টাইন বললেন, চল, চল! এই যে সুখের পরিণতি হল, এ পরিণতিতে আমরা ধন্য হলাম। কি দুঃখ বল তো, দুই বন্ধু এতদিন শত্রু হয়ে ছিলাম!

প্রটিউস বললেন, দেবতারা সাক্ষী, আমরা চিরদিন বন্ধু হয়েই থাকতে চাই।

জুলিয়া বললেন, আমিও চাই একা চিরদিন তোমার থাকতে!

এমন সময় কোলাহল তুলে ফেরারীরা এল। সঙ্গে রাজা ও থুরিয়ো।

ফেরারীরা চেঁচাচ্ছে, মস্ত দাঁও মিলেছে।

ভ্যালেণ্টাইন তাদের নিরস্ত করে বললেন, তোমরা থাম! তোমাদের মহারাজা এসেছেন। মহারাজ, আমি নির্বাসিত, অপমানিত ভ্যালেণ্টাইন, আপনাকে স্বাগত জানাই!

রাজা বলে উঠলেন—কে – স্যার ভ্যালেণ্টাইন!

থুরিয়ো বলে উঠলেন, ঐ তো সিলভিয়া—আমার সিলভিয়া!

ভ্যালেণ্টাইন বললেন, থুরিয়ো, সিলভিয়াকে ত্যাগ করতে হবে—নয় তো তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আমার ক্রোধের উদ্রেক কোরো না! সিলভিয়াকে তোমার বোলো না! যদি আর একবার বল, মিলানে আর তোমাকে কেউ দেখবে না। ঐ তো রাজকুমারী সিলভিয়া দাঁড়িয়ে আছেন—তুমি তাঁকে স্পর্শ করে দেখ ত! তুমি অমন সাহসও কোরো না। আমার প্রেমিকার অঙ্গে তোমার একটি নিঃশ্বাস লাগলে, আমার তা সইবে না!

থুরিয়ো বলে উঠলেন, স্যার ভ্যালেণ্টাইন, আমি অমন মেয়ে চাইনে। বোকা না হলে কেউ এ-মেয়েকে ভালবাসে না, তার জন্যে বিপদের ঝুঁকি নেয় না। না, আমি তেমন মানুষ নই। তবে আপনার সাহসকে বলিহারি যাই! আপনি তো মহাসম্রাজ্ঞীর প্রেমাস্পদ হবার যোগ্য—সিলভিয়া তো ছার! আমার আর দুঃখ নেই। আমার আর ঈর্ষাও নেই। আপনি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যান। নিজের বাহুবলে নতুন এক রাজ্য গড়ে তুলুন। স্যার ভ্যালেণ্টাইন,

আবার বলি—আপনি মহৎ লোক, ভদ্রলোক, আপনার সিলভিয়াকে আপনি গ্রহণ করুন। আপনিই ওঁর যোগ্য।

রাজাও বললেন, থুরিয়ো নীচ, থুরিয়ো অধম, সে এত সহজে সিলভিয়ার দাবি ত্যাগ করলে। ভ্যালেন্টাইন, তুমিই সিলভিয়ার যোগ্য—তুমি তাঁকে গ্রহণ কর।

ভ্যালেন্টাইন রাজার আজ্ঞা মাথা পেতে নিয়ে বললেন, মহারাজ, আপনাকে ধন্যবাদ! এ উপহার পেয়ে আমি ধন্য হলাম। আমি এবার আপনার কন্যার জন্যে বলছি, আপনি আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করুন। করবেন কি মহারাজ?

সে প্রার্থনা যাই হোক, আমি পূর্ণ করব! রাজা বলে উঠলেন। তুমি বল ভ্যালেন্টাইন!

ভ্যালেন্টাইন তাঁর ফেরারী সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই যে আমার নির্বাসিত ভ্রাতার দল, এদের মধ্যে, আমি বহু সৎগুণ দেখেছি। এরা যে অপরাধ করেছে, এদের তার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিন—এদের ক্ষমা করুন! ওদের নির্বাসন দণ্ড মকুব করে দিয়ে রাজ্যে ফিরিয়ে আনুন! ওদের অপরাধ তো আর নেই। ওরা ভদ্র, ওরা সৎ—ওরা এখন যে কোন বড় কাজের যোগ্য।

রাজা ভ্যালেন্টাইনকে বললেন, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হল! আমি তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদের ক্ষমা করলাম। তুমি ওদের যোগ্যতার কথা জান, সেই অনুসারে ওদের কাজে নিযুক্ত কর! চল, আমরা যাই। আমরা এ... আনন্দে মত্ত হয়ে উঠব, বিজয়ের দুন্দুভি বাজবে। মহাসমারোহ হবে।

ভ্যালেন্টাইন বললেন, মহারাজ, পথ চলতে-চলতে গল্প শুনিয়ে আপনার মুখে হাসি ফোটাতে হবে। জুলিয়াকে দেখিয়ে বললেন, আমার এই বালক-ভৃত্যটিকে আপনি কেমন দেখছেন? রাজা সেবাস্তিয়ানবেশী জুলিয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন, ছেলেটি সুশ্রী। কেমন লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠছে।

ওর লজ্জা ওর চেয়ে ঢের বেশি, বালকের লজ্জার চেয়ে ঢের বেশী।

তার মানে? রাজা শুধালেন।

ভ্যালেণ্টাইন বললেন, সেকথা পথে যেতে যেতে বলব। আপনি শুনে অবাক হবেন। সে এক বিচিত্র ঘটনা। এস প্রটিউস, তোমাকে শুনতে হবে—সেই হবে তোমার অনুতাপের কাজ। তার পরে হবে আমাদের বিবাহোৎসব—সে উৎসব তোমারও বন্ধু। আমাদের বিবাহ-ভোজ হবে এক, আমরা থাকব একই গৃহে—আমাদের পরস্পরের সুখে আমরা সুখী হয়ে সংসার করব।

সবাই চলতে লাগলেন, রাজা চলেছেন আগে আগে। পিছনে ফেরারীর দল। তার পিছনে থুরিয়ো। তারপরে প্রটিউস ও পুরুষবেশী জুলিয়া। আর সকলের পেছনে সিলভিয়া ও ভ্যালেণ্টাইন।

সবাই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন একে-একে, শুধু মঞ্চে আছেন দুই প্রেমিক-প্রেমিকা।

তাঁরা এবার পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন। সে-হাসিতে আলো ঠিকরে পড়ল। মঞ্চের প্রসেনিয়ামের ফ্রেম থেকে সে আলো দর্শকদের মুখে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ল। সকলের মুখেই হাসি। মিলনের হাসি, তৃপ্তির হাসি, শান্তির হাসি।

আর সেই হাসির মাঝখানে যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে এল।